সমবায় সমিতি বিধিমালা

[মূল এবং সংশোধনী একত্রে]

সূচিপত্র

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (মূল) . . . . পৃষ্ঠা ০২ হতে ৫৬

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ [সংশোধিত ২০২০] . . . . পৃষ্ঠা ৫৭ হতে ৬০

[বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০০৪ই তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০শে মাঘ ১৪১০/১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪

এস, আর, ও নং ৩১-আইন/২০০৪—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৮৮তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই বিধিমালা—

(ক) "আইন" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) "ঋণকৃত মূলধন" অর্থ কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ, অগ্রিম ও অন্যান্যভাবে গৃহীত জমার সমষ্টি;

(গ) "কার্যকরী মূলধন" অর্থ কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক কোন সমবায় বৎসরে উক্ত সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত ঋণকৃত মূলধন, নিজস্ব মূলধন এবং অনুদান সমন্বয়ে গঠিত মোট মূলধন;

(ঘ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঙ) "নিজস্ব মূলধন" অর্থ কোন সমবায় সমিতির মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধন, পুঞ্জিভূত সংরক্ষিত তহবিল ও সমিতির মুনাফা হইতে সৃষ্ট অন্য কোন তহবিলের সমষ্টি;

(চ) "নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ কোন সমবায় সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, 'চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার', 'এক্সিকিউটিভ অফিসার', ম্যানেজিং ডাইরেক্টর', 'জেনারেল ম্যানেজার', 'সম্পাদক' বা 'সচিব' যে নামেই অভিহিত হউন না কেন;

(ছ) "উৎসাহ ভাতা" সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ যাহারা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকিবেন তাহাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রদত্ত ভাতা।

৩। **সমবায় সমিতির প্রকারভেদ।**—(১) পেশাভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমবায় সমিতি গঠন করা যাইবে, যথা ঃ—

(১) "কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ মুলতঃ কৃষক বা বর্গাচাষী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্যে হইবে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, তবে কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(২) "মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি, যাহার সদস্যগণ মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৩) "শ্রমজীবী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ শ্রমজীবী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে শ্রমজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৪) "মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ মৃৎশিল্পী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৫) "তাঁতী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ তাঁতী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৬) "ভূমিহীন সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণের সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ হইবে ৪০ শতক এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৭) "বিত্তহীন সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণের জীবিকা একমাত্র কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল এং যাহার উদ্দেশ্য হইবে বিত্তহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(৮) "মহিলা সমবায় সমিতি", যাহার সদস্য হইবে মহিলা এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৯) "অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক বা ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে পেশাদার লাইসেন্সধারী চালক এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে চালকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(১০) "হকার্স সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ হকার এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে হকারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(১১) "পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি". যাহার সদস্যগণ পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত মালিক বা শ্রমিক এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মালিক বা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(১২) "কর্মচারী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্য হইবে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে কর্মচারীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(১৩) "দুগ্ধ সমবায় সমিতি", যাহার উদ্দেশ্য হইবে দুগ্ধ উৎপাদন ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গাভী পালন কিংবা গো খামার গড়িয়া তোলা এবং দুগ্ধ চাষীদের উৎপাদিত দুধের বাজারজাত, উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিসহ তাহাদের কল্যাণে কাজ করা;

(১৪) "মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি", বলিতে যাহার সদস্যগণ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহাদের পরিবারের সদস্য এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মুক্তিযোদ্ধা ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কাজ করা;

(১৫) "যুব সমবায় সমিতি", যাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল ১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সী যুব ও যুব-মহিলাদের প্রশিক্ষণ, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা;

(১৬) "পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি", যাহার উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন উপ-প্রকল্প অথবা স্কীমের মাধ্যমে এর এলাকাভুক্ত উপকারভোগীদের সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করিয়া সেবা বা সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

(১৭) "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি", যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সম্মিলিতভাবে একই সংগঠনের আওতায় গ্রামের সকল পেশা ও শ্রেণীভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ করা;

(১৮) "গৃহায়ণ (হাউজিং) সমবায় সমিতি", যাহার উদ্দেশ্য হইল উহার সদস্যগণের পরিকল্পিত আবাসনের ব্যবস্থা ও তাহাদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা;

(১৯) "ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ কোন ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্টের মালিক এবং এই সমিতির উদ্দেশ্য হইবে ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্টে বসবাসকারীদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ করা;

(২০) "দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি", যাহার উদ্দেশ্য হইল উহার সদস্যগণের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা;

(২১) "ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ভোক্তা এবং সমিতির উদ্দেশ্য হইবে ভোক্তাগণকে উৎসাহ ও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা;

(২২) "সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি", যাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করা এবং উহা হইতে সদস্যগণকে ধার প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(২৩) "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন", যাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল সদস্যগণের যৌথ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট তহবিল পুনরায় ঋণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সদস্যগণের মধ্যে বিনিয়োগ করা;

(২৪) "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি", যাহার মূল উদ্দেশ্য হইল সঞ্চয় ও আমানত সংগ্রহপূর্বক সদস্যগণের মধ্যে বিনিয়োগ করা;

(২৫) "বহুমুখী সমবায় সমিতি", অর্থ যাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি ব্যতীত বিধি (৩) এ বর্ণিত দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতি;

(২৬) "কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক", যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল উহার সদস্য সমবায় সমিতিকে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে তহবিল সৃষ্টি ও বিনিয়োগ করা এবং সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(২৭) "উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি", যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক সমবায় সমিতিসমূহকে ধার প্রদানের জন্য অর্থ সরবরাহ, সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(২৮) "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ', যাহা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের শীর্ষ সংগঠন হিসাবে উহাদের কাজের সমন্বয়, সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিবে;

(২৯) "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, যাহার মূল উদ্দেশ্য হইবে সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল গঠন করা।"

(২) বিধি (১) এ উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি ছাড়াও আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অন্য কোন সমবায় সমিতি, গঠন করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমবায় অধিদপ্তর

৪। **সমবায় অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয়।**—প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা বা থানায় অবস্থিত সমবায় দপ্তর এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নিবন্ধন

৫। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন।**—(১) প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ফরম-১ এবং কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রস্তাবিত উপ-আইনের ৩ (তিন) কপিসহ নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সাথে সরকারী কর্মসূচীর আওতায় বিত্তহীন, ভূমিহীন এবং আশ্রয়হীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার ট্রেজারী চালান, অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৩০০ (তিনশত) টাকার ট্রেজারী চালান, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ১,০০০ (একহাজার) টাকার ট্রেজারী চালান এবং জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান আবেদনপত্রের সহিত জমা দিতে হইবে।

(৩) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় বা সরকারী কর্মসূচীর আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি ব্যতীত অন্যান্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা, ক্রেডিট

কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা এবং কেন্দ্রীয় সমিতি ও জাতীয় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকিতে হইবে।

(৪) প্রস্তাবিত সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য পরবর্তী ২ (দুই) সমবায় বর্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বলিত একটি বাজেট প্রাক্কলন আবেদনপত্রের সংগে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) পেশাভিত্তিক কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর সমবায় সমিতির নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধক কর্তৃক নির্বাহী আদেশ দ্বারা চাহিত অন্য যে কোন তথ্যাদি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) হইতে (৫) এ যাহাই কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) গৃহায়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত—

(অ) একজন অনুমোদিত পুর প্রকৌশলী অথবা স্থপতি কর্তৃক যথাযথভাবে প্রণীত প্রকল্পের নক্সা এবং প্রাক্কলন দাখিল করিতে হইবে;

(আ) সমিতির প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০% সদস্যগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কিংবা অন্য যে কোন তফসিলী ব্যাংকে প্রস্তাবিত সমিতির নামীয় হিসাবে জমা রাখিতে হইবে; এবং অবশিষ্ট ৯০% অর্থ কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইবে, তাহা আবেদনপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ই) উক্ত সমিতির উপ-আইনে এই মর্মে বিধান থাকিতে হইবে যে, উহার কোন সদস্যকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কাঠা এবং অন্যান্য এলকার জন্য ৭ (সাত) কাঠার অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ প্রদান করা হইবে না;

(খ) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত উক্ত সোসাইটি পরিশোধিত মূলধনের উৎসসহ আবেদনকারী সদস্যদের হাল নাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের কমপক্ষে ৫% অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে নিবন্ধকের অনুকূলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কিংবা অন্য যে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে;

(গ) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশের পর্যবেক্ষণ ছাড়পত্র আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

৬। **নিবন্ধক কর্তৃক সমিতির নিবন্ধন এবং প্রত্যাখান।**—(১) নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিবন্ধক প্রস্তাবিত সমিতির উপ-আইনে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) নিবন্ধনের আবেদন সমবায় আইন ও বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;

(খ) সমিতির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত উপ-আইন উপযোগী ও কার্যকর কি না; এবং

(গ) উক্ত উপ-আইন নিরাপদ ও নিরাপত্তার সহিত সমিতির ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করে কি না।

(২) উপ-বিধি (১) বর্ণিত বিষয়ে নিবন্ধক নিশ্চিত হইলে আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তিনি নিবন্ধন সনদ (ফরম-৩) ইস্যু করিবেন এবং উক্ত সমিতির উপ-আইনের ৩ (তিন) কপি যথাযথভাবে অফিসিয়াল সীলমোহর করিয়া উহার ১ (এক) কপি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন এবং অপর ২ (দুই) কপি নিবন্ধন সনদের সহিত উক্ত সমবায় সমিতিতে প্রেরণ করিবেন।

(৩) নিবন্ধনের আবেদন প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা না হইলে নিবন্ধক উহার কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রেরণ করা না হইলে প্রস্তাবিত সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধক আবশ্যিকভাবে উক্ত ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিয়া উহা আবেদনকারী সমিতি বরাবর প্রেরণ করিবেন, অন্যথায় নিবন্ধন প্রত্যাশী সমিতির আবেদনক্রমে নিবন্ধকের পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন নথিটি তলব করিয়া বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত সমিতি নিবন্ধনযোগ্য হইলে তিনি পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন অথবা উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখান করিবেন।

৭। **সমবায় সমিতির বিভক্তিকরণ ও একত্রীকরণ।**—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার সদস্যগণকে অন্যূনপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদানপূর্বক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া কার্যবিবরণীর, অতঃপর প্রাথমিক কার্যবিবরণী বলিয়া উল্লিখিত, মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতিকে দুই বা ততোধিক সমিতিতে বিভক্তিকরণ; অথবা

(খ) দুই বা ততোধিক সমিতিকে একত্রীকরণ করিয়া একটি সমিতিতে রূপান্তর করা।

(২) কোন সমিতিকে বিভক্তিকরণের জন্য উপ-বিধি (১) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে বিভক্তিকরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সম্পদ ও দায়-দেনা;

(খ) কর্ম এলাকা; এবং

(গ) সদস্যগণের তালিকা।

(৩) কোন সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী সমিতির সকল সদস্য এবং পাওনাদারগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে কার্যবিবরণী প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে—

(ক) দেনাদার বা জামিনদার নহেন এমন কোন সদস্য লিখিতভাবে নূতন সমিতির সদস্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) সমিতির কোন পাওনাদার তাহার পাওনা পরিশোধের দাবী করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কার্যবিবরণী প্রেরণের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হইবার পর, সমিতির সদস্যগণকে অন্যূনপক্ষে ১৫ (পনের) দিন সময় প্রদান করিয়া নোটিশপূর্বক সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিয়া এবং উক্তরূপ বিশেষ সাধারণ সভায় যেইসকল সমিতি একত্রীকরণের প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেইসকল সমিতির সকল সদস্যকেও উপস্থিত হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) পাওনা পরিশোধের দাবীদারদের দারী নিষ্পত্তিকরণ, অথবা উহা পরিশোধের জন্য সভায় সময়সীমা নির্ধারণ অথবা সমিতি বা সমিতিসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে দাবী পরিশোধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) সমিতিসমূহের সদস্যগণ তাহাদের শেয়ার বাবদ প্রাপ্য অর্থ এবং পাওনাদারগণের দাবী যথাযথভাবে পরিশোধ করিয়া আবেদন করিলে নিবন্ধক নূতন সমিতি গঠনের অনুমতি প্রদান এবং উহার উপ-আইন নিবন্ধন করিবেন;

(৮) নিবন্ধক উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নিবন্ধন প্রত্যাখান করিতে পারিবেন এবং নিবন্ধক কর্তৃক নূতন সমিতি নিবন্ধিত হইলে একত্রীভূত পুরাতন সমিতি বা সমিতিসমূহের নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) উপ-বিধি (১) হইতে (৮) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, সরকার বা নিবন্ধক জনস্বার্থে তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও সময়ের মধ্যে যে কোন সমবায় সমিতিকে একাধিক সমবায় সমিতিতে বিভক্তকরণ কিংবা একাধিক সমবায় সমিতিকে একটি সমিতিতে একত্রীকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। **উপ-আইন প্রণয়ন।**—(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতির উপ-আইনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির নাম ও ঠিকানা;

(খ) সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা;

(গ) সমিতির কর্ম এলাকা;

(ঘ) সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;

(ঙ) সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা ও সদস্য ভুক্তির শর্ত;

(চ) সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা;

(ছ) সমিতির মূলধন সৃষ্টির উপায় বা পদ্ধতি;

(জ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি;

(ঝ) সমিতির সভা আহ্বান ও পরিচালনা এবং ভোটদান পদ্ধতি;

(ঞ) সমিতি পরিচালনা ও ব্যবসার সাধারণ নিয়মাবলী;

(ট) মুনাফার বিলিবন্টন;

(ঠ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি ও দায়িত্বভার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া;

(ড) সমিতির সদস্যপদ প্রত্যাহার, সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ এবং সদস্যগণের পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি;

(ঢ) সমিতির কোন সদস্যের শেয়ার অথবা স্বার্থ হস্তান্তর;

(ণ) সমিতির সাধারণ সভা আহ্বান পদ্ধতি এবং উক্ত সভার কর্মপরিধি ও ক্ষমতা;

(ত) সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা;

(থ) সমিতির পক্ষে দলিলাদি স্বাক্ষর করিবার জন্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ;

(দ) সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির খাতা-পত্র পরিদর্শন এবং উহার প্রত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ;

(ধ) সমিতির ব্যবসার বাহিরে তহবিল বিনিয়োগ বা লগ্নিকরণ ও উহার হেফাজত প্রক্রিয়া;

(ন) সমিতির হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি;

(প) সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি;

(ফ) সমিতির সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি ও উহার ব্যবহার এবং লভ্যাংশ প্রদানের হার;

(ব) সমিতির উপ-আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদ্ধতি;

(ভ) সমিতির নোটিশ প্রদান বা প্রেরণের পদ্ধতি;

(ম) কোন সদস্যের নিকট সমিতির প্রাপ্য অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

(য) সমিতির অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান ও হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি;

(র) সমিতির সদস্যগণকে উপ-আইন এবং সমিতির হিসাবে উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স শীট) ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহের পদ্ধতি; এবং

(ল) নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি উহার প্রকৃতি অনুযায়ী আইন ও বিধিমালার সংগে সংগতিপূর্ণ অন্য যে কোন বিষয়াদি উপ-আইনে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

৯। **উপ-আইনের সংশোধনের পদ্ধতি**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে আহূত কোন সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে উহার উপ-আইন সংশোধন করা যাইবে এবং উপ-আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে উক্ত সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

(২) সংশোধিত উপ-আইন নিবন্ধনের জন্য ফরম-৪ মোতাবেক নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং উহার যথাযর্থতা বিবেচনা করিয়া নিবন্ধক উহা নিবন্ধন করিয়া ফরম-৫ মোতাবেক সনদ ইস্যু করিবেন।

১০। **সদস্যভুক্তি, সদস্যপদ হইতে বহিস্কার কিংবা অপসারণ**।—(১) কোন সমবায় সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী যোগ্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত সমিতির সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি একটি সমবায় সমিতির সদস্য হইবার পর উপ-আইন অনুযায়ী সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে তাহাকে সদস্যপদ হইতে বহিস্কার কিংবা অপসারণ করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তির কোন সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি কিংবা বিদ্যমান সদস্যের সদস্যপদে বহাল থাকা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কিংবা উপ-আইন মোতাবেক সদস্যপদ হইতে বহিস্কার অথবা অপসারিত হইলে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) সমবায় সমিতির সদস্যপদের মেয়াদ শেয়ার ক্রয়ের তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

১১। **সদস্যপদের সীমাবদ্ধতা**।— কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ ব্যতীত কোন সমবায় সমিতির সদস্য হইবার উপযুক্ত হইবেন না, যথা ঃ—

(ক) অন্যূন ১টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ সমিতির সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদান; এবং

(খ) বয়স ১৮ বৎসর ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৮ বৎসরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার আইনানুগ অভিভাবক যদি জামিনদার রূপে উক্ত ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত সমূদয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে ১৮ বৎসরের কম বয়সী উক্ত ব্যক্তি ঐ সমবায় সমিতির সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন। সহযোগী সদস্য সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ, ভোট প্রদান কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

১২। **সমবায় সমিতির কর্ম এলাকা**।—(১) নিবন্ধনের সময় উপ-আইনে সমিতির কর্ম এলাকা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। একই কর্ম এলাকায় একই নামে একাধিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা যাইবে না।

(২) নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন সমবায় সমিতি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে কোন শাখা খুলিতে কিংবা উপ-আইনে বর্ণিত কর্ম এলাকার বাহিরে তাহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা

১৩। **বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ**।—(১) প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ উহাদের সুবিধাজনক সময়ে সমবায় বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতিসমূহ উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি বৎসর ১লা মে হইতে ২৯শে জুনের মধ্যে সমিতির সুবিধাজনক তারিখে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করিবে।

১৪। **সাধারণ সভার নোটিশ**।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার নির্দেশে সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা উল্লিখিত সভা অনুষ্ঠানের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ মারফত অবহিত করিতে হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে, তবে আইনের ধারা ২০(২) এর অধীন গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য উল্লিখিত সময়সীমার বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সাধারণ সভার নোটিশে সভার স্থান, ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য আলোচ্যসূচী ও গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাধারণ সভায় নোটিশ প্রচার করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির অধীন নোটিশ জারী করা সত্ত্বেও কোন সদস্য নোটিশ প্রাপ্ত না হইলে তাহার অনুপস্থিতির কারণে কোন সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

১৫। **তলবী সাধারণ সভা**।—তলবী সাধারণ সভা আহ্বানের ক্ষেত্রে তলবকারী সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরসহ উক্ত সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহা সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে

১৬। **সাধারণ সভার সভাপতি**।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভার নির্বাচন পর্বে নির্বাচন কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সাধারণ সভায় সভাপতি নির্বাচন করিতে হইবে; তবে সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সভাপতি অথবা তাহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি করিবেন।

(৩) সভাপতি যে কোন সদস্যকে সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টির দায়ে সভাস্থল হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশপ্রাপ্ত সদস্য অনতিবিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া সভাপতির অনুমতি ব্যতীত পুনরায় সভায় উপস্থিত হইতে ও ভোট প্রদান করিতে পরিবেন না।

(৪) সভা পরিচালনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হইলে, সভাপতি সভার কার্যক্রম স্থগিত করিয়া মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় ঘোষণা করিতে পরিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা নির্বাচন কমিটির লিখিত রিকুইজিশন ব্যতীত স্থগিত কিংবা মূলতবী করা যাইবে না।

১৭। **সাধারণ সভা**।—(১) নির্বাচন ব্যতীত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সভায় কোরাম না হওয়া পর্যন্ত কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) কোন সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে সাধারণ সভা মূলতবী হইবে এবং সভার সভাপতি লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক ভিন্ন কোন তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ না করিলে পরবর্তী সপ্তাহে একই সময়ে একই স্থানে মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় কোরাম পূরণ না হইলে সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) মূলতবী সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোরাম পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

১৮। **সাধারণ সভার ক্ষমতা**।—সাধারণ সভা সমিতির কার্যক্রম এবং বিশেষ করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরীক্ষা করিবে এবং সমিতির বার্ষিক বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবতার আলোকে যাচাইপূর্বক অনুমোদন করিবে এবং সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা সাধারণ সভার থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সমবায় সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ ও গ্যারান্টি আছে সে সকল সমবায় সমিতির বাষিক বাজেট এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার বেশী মূল্যের যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা যানবাহন ক্রয় এবং যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর নিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯। **সাধারণ সভার কার্যবিবরণী**।—(১) সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সভার কার্যবিবরণী খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(২) সাধারণ সভার কার্যবিবরণীসহ সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরিত নামের তালিকার ছায়ালিপি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কিংবা সম্পাদক কর্তৃক সভা অনুষ্ঠানের অনধিক পনের দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার প্রত্যয়নসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং নিবন্ধক প্রাপ্ত তথ্যাদি ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) সাধারণ সভা অনুষ্ঠান বা কোন সদস্যের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে নিবন্ধকের নিকট সংরক্ষিত তথ্য সভা অনুষ্ঠিত হইবার কিংবা সভায় সদস্যের উপস্থিতির প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোটানুষ্ঠান**।—(১) নির্বাচন ব্যতীত সাধারণ সভায় উপস্থাপিত অন্য যে কোন বিষয়ের উপর হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে এবং হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বা পরে অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশ সদস্য দাবী করিলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) যদি ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক উপ-আইনের বিধান সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে ও সুবিধাজনক স্থানে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) সভার প্রতিটি সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হইতে হইবে এবং যদি ভোটের সংখ্যা সমান হয়, তাহা হইলে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২১। **প্রতিনিধির মাধ্যমে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান**।—(১) যে সকল সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার) বা তদুর্ধ্ব সেই সকল সমবায় সমতি আবশ্যিকভাবে এবং যে সকল সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) এর বেশী কিন্তু ৩,০০০ (তিন হাজার) এর কম সে সমস্ত সমবায় সমিতির উপ-আইনে বিধান থাকিলে, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন প্রতিনিধির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) একজন প্রতিনিধির ৫০ (পঞ্চাশ) কিংবা তদুর্ধ্ব সংখ্যার সদস্যের সমন্বয়ে উপ-আইনের বিধান মোতাবেক তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।

(৩) প্রতিটি সমবায় সমিতি উহার প্রতিনিধির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে উপ-আইনে বিধান করিতে পারিবে।

২২। **ব্যবস্থাপনা কমিটি**।—(১) আইনের ধারা ১৮(২) এর বিধান সাপেক্ষে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবেন না, তবে নিবন্ধক কিংবা সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ পূর্তি কিংবা নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, যাহা পূর্বে হয় উক্ত মেয়াদের মধ্যে, সভা অনুষ্ঠানপূর্বক তাহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে সভা অনুষ্ঠানে কোরামের জন্য নির্বাচনযোগ্য মোট পদের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদে নির্বাচিত প্রার্থী থাকিতে হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোরম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে এবং বিদ্যমান কমিটি তাহার মেয়াদের মধ্যে অবশিষ্ট পদে নির্বাচন করিতে না পারিলে নবনির্বাচিত সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিয়া সমবায় সমিতি আইনের ধারা ২০(২) মোতাবেক অবশিষ্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে।

(৪) ধারাবাহিকভাবে দুই মেয়াদে নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রে মেয়াদকাল গণনার বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইবে। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন নির্বাচিত সদস্য মেয়াদ পূর্তির পূর্বে পদত্যাগ করিলে কিংবা বহিস্কৃত হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাহার স্বাভাবিক মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা**।— কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা উপ-আইনে উল্লেখ থাকিবে, তবে উক্ত সংখ্যা ন্যূনতম ৬ ও সর্বোচ্চ ১২ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং সর্বদাই ৩ দ্বারা বিভাজ্য হইতে হইবে।

২৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদে প্রার্থী হইবার অযোগ্যতা**।—(১) সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোন সদস্য একই সংগে একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) প্রাথমিক বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে একবার প্রার্থী হইলে পরবর্তীতে প্রথমোক্ত সমিতির প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোন সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় বা জাতীয় বা অন্য কোন কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গৃহীত বা জামানত প্রদানের মাধ্যমে অন্যকে দেওয়া ঋণ, অগ্রিম কিংবা কোন পণ্যের মূল্য বা অন্য যে কোন সেলামী পাওনার খেলাপী অংশ মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যোগ্য হইবেন না।

(৪) ঋণ খেলাপী সদস্য সমিতি খেলাপী ঋণের ৭৫% মনোনয়ন দাখিলের পূর্বে পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী ২(দুই) বৎসরের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অকার্যকর হিসাবে চিহ্নিত বা অবসায়নে ন্যস্ত কিংবা নিবন্ধন বাতিল হইয়াছে এই ধরণের কোন সদস্য-সমিতি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা অংশ গ্রহণের নিমিত্তে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পরিবেন না।

(৫) নির্বাচন কমিটির কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৬) আইনের ১৯ ধারার বিধানসমূহের অতিরিক্ত হিসাবে এই বিধির শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ**।—(১) কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক এবং উপ-আইন মোতাবেক অন্য কোন কর্মকর্তাসহ নিবন্ধক বা সরকার কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদসমূহ ব্যতীত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্যান্য পদগুলি বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করিতে হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সমিতির নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা ভাগ করার ক্ষেত্রে ভোটারের সংখ্যার সমানুপাত এবং জাতীয় সমিতির নির্বাচনী এলাকা ভাগ করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জেলা ও বিভাগের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, ভোটার সংখ্যা যাচাই হউক না কেন জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে একই প্রশাসনিক জেলাকে একাধিক নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা কিংবা একাধিক বিভাগের জেলাসমূহকে একই নির্বাচনী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৩) নির্বাচনী এলাকা ভাগ করা হইলে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একজন সদস্য উক্ত এলাকার ভোটদানের উপযুক্ত সদস্যদের ভোটে এবং সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদসমূহ সমগ্র এলাকার ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হইবে।

(৪) কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত কোন সমবায় সমিতির উপ-আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন পদে পদাধিকার বলে কোন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান থাকিলে উক্ত পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রাথমিক সমবায় সমিতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ আবশ্যিক হইবে না।

২৬। **নির্বাচন কমিটি নিয়োগ**।—(১) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিটি নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ক্ষেত্রমতে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নিবন্ধকের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইবেন।

(২) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, সকল জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, এবং যে সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে সেই সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) দিন পূর্বে নিবন্ধক, সরকারী কর্মকর্তা কিংবা তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৩) পরিশোধিত শেয়ার মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হইলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪০ (চল্লিশ) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্বাচন কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৪) নির্বাচন কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাচন কমিটি গঠনের এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (ক্ষেত্রমতে নিবন্ধক অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি) কর্তৃক অবিলম্বে তা পূরণ করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচন কমিটির সভাপতিসহ সদস্যগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির তহবিল হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সম্মানী ভাতা পাইবেন।

২৭। **নির্বাচন কমিটির কার্যাবলী**।—(১) নির্বাচন কমিটি অনুষ্ঠানের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখপূর্বক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে, যথাঃ—

(ক) মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির স্থান, তারিখ ও সময়;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান;

(গ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার এবং বাছাই শেষে প্রার্থীর প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশের তারিখ, সময় ও স্থান;

(ঘ) প্রাথমিক খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের বিষয়ে আপত্তি কিংবা বাতিলকৃত প্রার্থীর আপীল আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান;

(ঙ) আপীল শুনানীর সময়কাল, স্থান ও শুনানী শেষে চূড়ান্তভাবে বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ;

(চ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, সময় ও স্থান;

(ছ) ভোট গ্রহণের স্থান, তারিখ ও সময়; এবং

(জ) নির্বাচন কমিটি কর্তৃক চাহিত এবং প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সংগে দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিবরণ এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের নিয়মাবলী।

(২) নির্বাচন কমিটি নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে নির্ধারিত স্থানে—

(ক) প্রার্থী কিংবা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক দাখিলকৃত মনোনয়ণপত্র জমা দিবেন;

(খ) প্রার্থী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে (যদি উপস্থিত থাকিতে আগ্রহী হয়) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন;

(গ) বাছাই অন্তে বৈধ এবং বাতিলকৃত প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করিবেন; এবং

(ঘ) বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ফরম-৭ এ বর্ণিত প্রতীক বিতরণ করিবেন, একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবী করিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের সম্মুখে লটারীর মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত ফলাফল চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২৮। **মনোনয়নপত্র বাতিল**।— (১) নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে নির্ধারিত স্থানে মনোনয়নপত্র বাছাইকালে নির্বাচন কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র বাতিল (ফরম-৬) করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) আইন, বিধি কিংবা উপ-আইন মোতাবেক যদি প্রার্থীর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা না থাকে;

(খ) মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থীর নামের সংগে অন্যান্য দলিলাদিতে বর্ণিত নামের অমিল হইলে অথবা মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ, কাটাকাটি কিংবা ঘষামাজা থাকিলে; এবং

(গ) মিথ্যা কিংবা প্রতারণাপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হইলে অথবা নির্বাচন কমিটির চাহিদা মোতাবেক মনোনয়নপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত না করা হইয়া থাকিলে ঃ

(২) প্রার্থীর দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সংগে দেওয়া তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিটি যে কোন উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৯। **নির্বাচনী আপীল কর্তৃপক্ষ**।—(১) নির্বাচন কমিটি কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা কিংবা মনোনয়নপত্র বাতিল বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিবন্ধকের নিকট প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশের ২(দুই) কর্ম দিবসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানী প্রদানপূর্বক আপীল আবেদন গ্রহণের ৩(তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে আইন ও বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিটিকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিটি তফসিল মোতাবেক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(৩) নিবন্ধক নির্বাচন কমিটির দায়িত্ব পালন করিলে এই ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে হইবে।

(৪) মনোনয়নপত্র বৈধ কিংবা বাতিল বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩০। **ভোটার তালিকা ইত্যাদি**।—(১) সমবায় সমিতির বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের নোটিশ জারীর পূর্বে সমিতির-সদস্য তালিকার ভিত্তিতে ভোটদানের উপযুক্ত সদস্য বা সদস্য সমিতির সমন্বয়ে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশপূর্বক উহার কপি সকল সদস্য বা সদস্য-সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট সমবায় কর্মকর্তার নিকট নির্বাচনী নোটিশের সংগে প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে শুনানী প্রদান করিয়া উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে নির্বাচন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) আইনের ধারা ৫৩ মোতাবেক অবসায়নের আদেশপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিকে জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সমিতির নির্বাচনে ভোটদানের জন্য ভোটার তালিকায় চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটি ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে অবসায়নের আদেশপ্রাপ্ত সমিতির তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে।

(৫) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা বাদ পড়া সম্পর্কে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

৩১। **ব্যালট পেপার**।—ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্যূন ৩ (তিন) দিন পূর্বে (ফরম-৭) অনুযায়ী প্রত্যেক বৈধ প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, নির্বাচনী সীল এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী নির্বাচন কমিটির নিকট সরবরাহ করিবে।

৩২। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা**।—(১) নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর কোন পদে যদি একজন মাত্র বৈধ প্রার্থী থাকে তাহা হইলে নির্বাচন কমিটি উক্ত প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) কোন পদে একাধিক বৈধ প্রার্থী থাকিলে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৩। **ভোটদান ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি**।—(১) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচনে ভোট দিবেন।

(২) পোলিং অফিসার একজন ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় অথবা জাতীয় সমিতির নির্বাচনে ভোটদাতা সদস্য যে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিবেন, সে সমিতি কর্তৃক উক্ত ভোটদাতাকে ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী ও অন্যান্য কাগজপত্র নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত নকল এবং ফরম-৮ মোতাবেক তাহার পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিটিকে দেখাইতে হইবে এবং কমিটি তাহার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্র জমা রাখিয়া তাহাকে ভোটদানের অনুমতি প্রদান করিবে।

(৪) ভোট দাতাকে ব্যালট পেপার দেওয়ার পূর্বে পোলিং অফিসার—

(ক) ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের পার্শ্বে ও ক্রমিক নম্বরে চিহ্ন প্রদান করিবেন;

(খ) ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;

(গ) ব্যালট পেপারের মুড়িতে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;

(ঘ) ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন;

(৫) ভোট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অফিসিয়াল সীলটি নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

(৬) ভোট প্রদানের নিয়ম পদ্ধতি না মানিলে কোন সদস্যকে ব্যালট পেপার দেওয়া যাইবে না।

(৭) ভোট দাতা ব্যালট পেপার গ্রহণ করিয়া—

(ক) ভোট প্রদানের নির্ধারিত স্থানে যাইবেন;

(খ) তাহার পছন্দমত প্রার্থী প্রতীক চিহ্নের উপর সীল দিবেন; এবং

(গ) সীল দেওয়া ব্যালট পেপার পোলিং অফিসারের সম্মুখে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।

(৮) ভোটদাতা অন্ধ কিংবা কাহারো সাহায্য ছাড়া ভোট দানে অক্ষম হইলে, নির্বাচন কমিটি তাহাকে সহায়তাদানের জন্য তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিবেন এবং উক্ত ভোটদাতা সহায়কের সাহায্যে ভোট প্রদান করিবেন।

৩৪। **ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা।**—(১) ভোট গ্রহণ শেষ হইলে নির্বাচন কমিটি—

(ক) প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে (যদি থাকেন) ব্যালট পেপারগুলি ব্যালট বাক্স হইতে বাহির করিয়া গণনা করিবেন এবং নষ্ট, বাতিল, কিংবা অস্পষ্ট ব্যালট পেপারগুলি বৈধ ব্যালট পেপারগুলি হইতে পৃথক করিবেন; কোন ব্যালট পেপার বৈধ কি অবৈধ সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে কত ভোট পড়িয়াছে তাহা পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে উহা পুনঃগণনা করিবেন।

(২) সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পক্ষে সমান ভোট প্রাপ্ত হইলে নির্বাচন কমিটি লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করিবেন।

(৩) নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায় নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিরোধ মামলা দায়ের করা যাইবে না, তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচনী ফলাফলে সংক্ষুব্ধপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ মোতাবেক আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাচন কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি বা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজয়ী সদস্য এবং নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন।

৩৫। নির্বাচন কমিটির কার্যাবলীর রেকর্ড সংরক্ষণ।—(১) নির্বাচন কমিটি কর্তৃক উহার বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী সদস্যগণের স্বাক্ষরসহ একটি পৃথক রেজিস্টার বহিতে সবংরক্ষণ করিবেন।

(২) ভোট গ্রহণ শেষে সমস্ত মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, কাউন্টার ফয়েল, বৈধ, অবৈধ, বাতিলকৃত ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ (যদি থাকে) এবং নির্বাচন কমিটির স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ফলাফল, রেজিস্টার বহিতে লিপিদ্ধ করিয়া পৃথকভাবে সীলগালা লাগাইয়া সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট বুঝাইয়া দিবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি হিসাবে রেজিস্টার বহিতে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

৩৬। প্রার্থীবিহীন পদে নির্বাচন।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে যদি কোন পদে কোন বৈধ প্রার্থী না থাকে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটি উক্ত পদসমূহ শূন্য হিসাবে ঘোষণা করিবেন।

(২) নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে মনোনীত করিয়া শুন্য পদ পূরণ করিবেন।

৩৭। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ভাতা।—(১) কোন সমিতির বাৎসরিক বাজেটে সংস্থান থাকিলে সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে সমিতি উহার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যভাতা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য উপস্থিতি ভাতা, যাতায়াত ভাতা ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যাতায়াত ভাতা রেল, নৌ ও সড়ক পথে প্রকৃত ভাড়ার দ্বিগুণ, বিমান পথে প্রকৃত ভাড়ার ১.২(এক দশমিক দুই) গুণ এবং উপস্থিত ভাতা হিসাবে প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে ৫০০-(পাঁচ শত) টাকা, কেন্দ্রীয় সমিতির ক্ষেত্রে ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা এবং জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে ১,০০০ (এক হাজার) টাকার বেশী হইবে না।

(৩) সমবায় সমিতির পরিচালনায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কার্যভাতা ও উপস্থিতি ভাতার অতিরিক্ত হিসাবে এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী সময়ের নীট মুনাফা হইতে নির্ধারিত হারে উৎসাহ ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ ভাতার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রাপ্ত নীট মুনাফার ৫ (পাঁচ) শতাংশের বেশী হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উৎসাহ ভাতার পরিমাণ প্রতি সদস্যের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন সমিতিতে ধার্য্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় সমিতির আইনের ধারা ৩৪ অনুযায়ী ধার্য্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কোন ভাতা প্রাপ্য হইবেনা না।

৩৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি—

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ অব্যাহত না রাখিলে;

(খ) পদত্যাগ করেন; অথবা

(গ) মৃত্যুবরণ করেন।

(২) উপ-বিধি (১) মোতাবেক পরিস্থিত সৃষ্টি হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(৩) উপ-বিধি (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে নিবন্ধক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৯। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত কোন সদস্যের অপসারণ, বহিস্কার ইত্যাদি।—(১) সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য ব্যতীত অন্যকোন নির্বাচিত সদস্যকে এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে।

(২) সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্য কোন নির্বাচিত সদস্য সমিতির সভাপতির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবস্থাপনা কমিটির পর পর ৪টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অপসারণের পূর্বে পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তাহার অনুপস্থিতি সম্পর্কে এবং পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি(২) অনুযায়ী কোন সদস্যকে অপসারণ করিলে বিষয়টি সমিতির সকল সাধারণ সদস্যকে পত্র মারফত অবহিত করিতে হইবে।

৪০। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন।—বিধি ৩৮ অথবা বিধি ৩৯ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কোরাম শূন্যতার সৃষ্টি হইলে নিবন্ধক আইনের ধারা ১৮(৫) মোতাবেক একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধক বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে অন্তর্বর্তী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

৪১। সভার নোটিশ।—(১) আলোচ্যসূচীসহ সভার তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক সভার নোটিশ সমিতির উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত নাই কিন্তু সমিতির স্বার্থে জরুরী ও প্রয়োজনীয় এইরূপ কোন বিষয় সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিক্রমে সভায় উত্থাপন করা যাইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরী সভার নোটিশ প্রদান করিয়া আহুত জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী নিয়মিত সভায় সদস্যগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন হইতে হইবে।

৪২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।—(১) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভা সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(২) প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যূন প্রতিমাসে একবার এবং জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যূন প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিবেচনায় সভায় আলোচনাযোগ্য কোন বিষয় না থাকিবার কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা আহবান অপ্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হইলে সভাপতির এইরূপ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানের পরিবর্তে নোটিশের মাধ্যমে বিষয়টি কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করিবেন।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যেদের সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সম-সংখ্যক সদস্য কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রদান করিলে সভাপতি তাহার নির্ণায়ক ভোট প্রদান পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য কমিটির সভায় কোন বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানাইলে এবং উহা কমিটির সভা আহবানের পূর্বে পাওয়া গেলে উক্ত বিষয়টি আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করিতে হইবে।

৪৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সভাপতি।**— সমিতির সভাপতি অথবা তাহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য থেকে যে কোন একজন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

৪৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কোরাম।**—সমিতির উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন ব্যবস্থাপনা কমিটির বিদ্যমান সদস্য সংখ্যার এক দ্বিতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কোরাম পূর্ণ হইবে এবং কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সভার কার্য আরম্ভ করা যাইবে না এবং নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী একঘন্টা পর্যন্ত কোরামের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে এবং উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে আহুত সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৫। **ব্যবস্থাপনা কমিটির তলবী সভা।**— (১) ব্যবস্থাপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য অন্যূন ৭ (সাত) দিন সময় প্রদান করিয়া সমিতির সভাপতিকে তলবী সভা আহবানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ তলবীপত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটির সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদান করিয়া সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করিবেন।

(২) সভাপতি তলবী সভা আহ্বান করিতে অনাগ্রহী হইলে সম্পাদক কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং তলবী সভার জন্য প্রদত্ত তলবীপত্রে এইরূপ সভা আহবানের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া যেই সকল সদস্য সভা তলব করিতে চাহেন তাহাদের স্বাক্ষরে সমিতির কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পূর্বে উল্লেখিত কোন বিষয় ব্যতীত উক্তরূপ তলবী সভায় অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে না।

৪৬। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা, ইত্যাদি।**—(১) কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি উপ-বিধি (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৭) শর্ত সাপেক্ষে উহার উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত সকল অথবা যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) নূতন সদস্য ভর্তি;

(খ) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন, বিধি ও উপ-আইনের বিধান মোতাবেক বর্তমান কোন সদস্যকে অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা;

(গ) তহবিল উন্নীতকরণ;

(ঘ) তহবিল বিনিয়োগ;

(ঙ) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা বা আপোষ করা;

(চ) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা;

(ছ) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তদবিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা; এবং

(জ) বিশেষ ধরনের কাজের জন্য উপ-কমিটি গঠন করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির দৈনন্দিন বা রুটিন কাজের জন্য কোন উপ-কমিটি গঠন করা যাইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, সে সকল সমিতিতে সরকারের শেয়ার আছে, বা যে সকল সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, বা যে সকল সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়াছে, সে সকল সমিতির উপ-কমিটি গঠনের জন্য নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে বার্ষিক ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে; তবে কোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত জমা রাখা অথবা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের জন্য নিবন্ধকের পূর্বামোদনের প্রয়োজন হইবে না;

(৩) সমিতির কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ কমিটি গঠনপূর্বক উপর্যুক্ত সংখ্যক বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সমিতিতে সরকারের শেয়ার আছে সেই সকল সমিতির নিয়োগ কমিটি ও নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উল্লেখিত নিয়োগ কমিটিতে সরকার ও নিবন্ধকের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।

(৪) সমিতির উপ-আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থাপনা কমিটি, সমিতির কার্যকরী মূলধন ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার নিম্নে হইলে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা মূল্যের, কার্যকরী মূলধন ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকার নিম্নে হইলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যের এবং কার্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০(এক কোটি) টাকার উর্ধ্বে হইলে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা মূল্যের কোন দ্রব্যাদি কোটেশন ব্যতীত বাজার হইতে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয় করিতে পারিবে।

(৫) ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের কোন দ্রব্য স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা কর্তৃক কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানের দর গ্রহণের মাধ্যমে বাজার যাঁচাই করিতে হইবে।

(৬) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের পণ্য দরপত্র কমিটি গঠনপূর্বক দেওয়াল টেন্ডার মাধ্যমে এবং ইহার অতিরিক্ত মূল্যের কোন দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য দরপত্র কমিটি গঠন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করিতে হইবে।

(৭) কোন সমবায় সমিতিতে সরকারের শেয়ার বা গ্যারান্টি থাকিলে উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমবায় সমিতি বা সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় সংক্রান্ত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

৪৭। **ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—(১) আইন, বিধি এবং উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) আর্থিক লেনদেন;

(খ) সমিতির সম্পদ ও দেনাসহ আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ;

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য—

(অ) সমিতির কার্য্যবলী সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন;

(আ) নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সম্বলিত বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত, যথা ঃ—

(১) নগদ অর্থের হিসাব (ক্যাশ একাউন্ট)

(২) উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালান্স শীট)

(৩) লাভ-লোকসান হিসাব (প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট)

(৪) লাভ-লোকসান বন্টন হিসাব (প্রফিট এন্ড লস এপ্রোপ্রিয়েশন একাউন্ট)

(ঘ) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হিসাব বিবরণী প্রণয়ন এবং নিবন্ধক বা নিরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন;

(ঙ) নিবন্ধকের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ;

(চ) সমিতির বিভিন্ন হিসাবপত্র নিয়মিতভাবে উপযুক্ত হিসাবের বহিতে উত্তোলন;

(ছ) সদস্য বহি হালনাগাদ করিয়া সংরক্ষণ;

(জ) সমিতি প্ররিদর্শনে ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষতে পরিদর্শন কাজে সহায়তা;

(ঝ) সাধারণ সভা আহবান;

(ঞ) যথাসময়ে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান;

(ট) সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় হইতেছে কিনা এবং সঠিকভাবে উহা আদায় হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখা;

(ঠ) সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া ঋণ ও অগ্রিম আদায়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ড) সমিতির সাধারণ সভায় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

৪৮। **সমবায় সমিতির সভাপতির ক্ষমতা ও প্রয়োগ।**—আইন, বিধি এবং উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিষয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকিলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪৯। **কমিটির সভায় সভাপতির আদেশসমূহ উপস্থাপন।**—সমিতির সভাপতি বা সভাপতির অনুপস্থিতি সহ-সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ উক্তরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অব্যবহিত পরবর্তী সভায় (ব্যবস্থাপনা কমিটির) সদস্যগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৫০। **নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ।**—(১) সরকার কোন সরকারী কর্মকর্তাকে সমবায় সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারিবে।

(২) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে নির্বাহী কর্মকর্তা সরাসরি ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

৫১। **নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা।**—(১) নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কোন সদস্যের উপর জরিমানা আরোপ, সদস্যপদ স্থগিত এবং বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(খ) তিনি সমিতির পক্ষে কোন মামলা দায়ের বা মামলা পরিচালনা এবং সমিতির পাওনাদার বা দেনাদারগণের সহিত দেনা-পাওনার বিষয়ে আপোষ বা শালিসের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫২। **নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব।**—সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান না করিলে, নির্বাহী কর্মকর্তা সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) রশিদ প্রদান করিয়া সমিতির পক্ষে সর্বপ্রকার অর্থ গ্রহণ;

(খ) সমিতির সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী ব্যয়, যেমন কর্মচারীদের বেতন, ভ্রমণ ভাতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ;

(গ) সমিতির পক্ষে গৃহীত অর্থ এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক জমা প্রদান বা বিনিয়োগ করা;

(ঘ) সমিতির আর্থিক কার্যকলাপের যথার্থ ও নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণ;

(ঙ) সমিতির কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(চ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; এবং

(ছ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি।

৫৩। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে করণীয়।—সমিতির সভাপতি এবং নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে সরাসরি আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি হইলে উহা সিদ্ধান্তের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উত্থাপন করিতে হইবে এবং সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত সভাপতি অথবা নির্বাহী কর্মকর্তা কাহারো (যে কোন একজন অথবা উভয়ই) নিকট গ্রহণযোগ্য না হইলে—

(ক) যেই সকল সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৫০% এর অধিক সরকারের মালিকানায় আছে বা যেই সকল সমবায় সমিতির মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক সরকার প্রদান করিয়াছে বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে, সেই সকল সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধক এর নিকট বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) যেই সকল সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৫০% এর অধিক সরকারের মালিকানায় নাই বা যেই সকল সমবায় সমিতির মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নয় বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি নাই, সেই সকল সমিতির ক্ষেত্রে বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা তলব করিবে এবং উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য ব্যয় নির্বাহ এবং তাহাকে প্রত্যাহার।—(১) নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সমিতির তহবিল হইতে তাহার বেতন-ভাতাদিসহ সমিতির কার্যাদি পরিচালনার জন্য সম্পাদিত বৈধ যাবতীয় ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

(২) আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী নিবন্ধক প্রেষণে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীকে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৫৫। হিসাব সংরক্ষণ।—প্রত্যেক সমবায় সমিতি নিম্নোক্ত বিষয়াদির হিসাব সংরক্ষণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) আয় ও ব্যায়ের খাত এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ সমিতির সমুদয় প্রাপ্তি এবং ব্যয়;

(খ) সমিতি কর্তৃক বিক্রিত বা ক্রয়কৃত সমুদয় মালামাল ও পণ্য; এবং

(গ) সমিতির সম্পত্তি ও দায়-দেনা।

৫৬। সমিতির রেজিস্টার ও বহিসমূহ।—প্রত্যেক সমবায় সমিতি নিম্নবর্ণিত রেজিস্টার ও বহিসমূহ সংরক্ষণ করিবে, যথা ঃ

(ক) সদস্য ও তাহার মনোনীত প্রতিনিধি রেজিস্টার (ফরম-৯);

(খ) শেয়ার রেজিস্টার;

(গ) ডিপোজিট রেজিস্টার;

(ঘ) লোন রেজিস্টার বা অগ্রিম রেজিস্টার, যদি প্রযোজ্য হয়;

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রেজিস্টার;

(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও সাধারণ সভার সদস্য হাজিরা রেজিস্টার;

(ছ) ক্যাশ বহি বা রেজিস্টার; এবং

(জ) নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বহি বা রেজিস্টার।

৫৭। **বার্ষিক রিটার্ণ।**—(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি সমবায় বর্ষ সমাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিম্নোক্ত বিবরণী অথবা নিবন্ধক কর্তৃক চাহিত বিবরণী ফরম-১০ অনুযায়ী প্রেরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) নগদান হিসাব (ক্যাশ একাউন্ট);

(খ) উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালান্স শীট);

(গ) লাভ-ক্ষতির হিসাব (প্রফিট এন্ড লস্ একাউন্ট); এবং

(ঘ) লাভ-ক্ষতি বন্টন হিসাব (প্রফিট এন্ড লস্ এপ্রোপ্রিয়েশন একাউন্ট)।

(২) কোন সমিতিকে ব্যবসা হিসাব (ট্রেডিং একাউন্ট) ও পণ্য বা মালামাল তৈরীর হিসাব (ম্যানুফেক্চারিং একাউন্ট) (ফরম-১১) দাখিল করার জন্য নিবন্ধক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) সময়ে সময়ে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত ছকে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষ সমাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহার আওতাধীন সমিতিসমূহের সমন্বিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী (কনসলিডেটেড স্টেটমেন্ট) দাখিল করিবেন।

৫৮। **সমবায় সমিতি কর্তৃক দাখিলযোগ্য ত্রৈমাসিক রিটার্ণ।**—বার্ষিক বিবরণীর অতিরিক্ত হিসাবে প্রত্যেক জাতীয় সমিতি এবং নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সমিতির কার্যকলাপ ও লেনদেন বা নিবন্ধকের চাহিদা মোতাবেক কোন তথ্য সম্বলিত ত্রৈমাসিক বিবরণী ত্রৈমাসিক সময় অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অথবা নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (ফরম-১২) অনুযায়ী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫৯। **হিসাব বিবরণী, বহি ইত্যাদি সংরক্ষণ।**—(১) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্ব নির্ধারণ করিয়া দিবে, যথা ঃ—

(ক) হিসাবের বহি সংরক্ষণ;

(খ) অন্যান্য বহি ও রেজিস্টারসমূহ সংরক্ষণ; এবং

(গ) রিটার্ণ ও বিবরণী প্রস্তুতকরণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হিসাব রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি নগদ অর্থ রাখার দায়িত্বে থাকিতে পারিবেন না।

(২) সমবায় সমিতির হিসাব, বহি ও রেকর্ডপত্র সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার হেফাজতে থাকিবে।

৬০। **হিসাব, বহি, রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র ইত্যাদির সংরক্ষণ ও বিনষ্টিকরণ।**—কোন সমবায় সমিতির বহি, রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র ফরম-১৩ এর বর্ণিত সময়সীমা অথবা নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬১। **সমবায় সমিতির ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ।**—(১) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন সমবায় সমিতি আইন বা বিধিতে বর্ণিত কোন বিবরণী বা রিটার্ণ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণে ব্যর্থ হইলে উক্ত বিবরণী বা রিটার্ণ প্রস্তুতের জন্য নিবন্ধক উপযুক্ত কোন কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং নিয়োগকৃত উক্ত কর্মচারীর যাবতীয় খরচ সংশ্লিষ্ট সমিতি বহন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীর যাবতীয় খরচ সংশ্লিষ্ট সমিতি প্রদান করিবে এবং উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

৬২। **পরিদর্শনের জন্য দলিলাদি উন্মুক্ত রাখা**।—প্রত্যেক সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালাসহ নিম্নোক্ত দলিলাদি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির উপ-আইন;

(খ) সমিতির সদস্যদের রেজিস্টার ফরম ১৪ (ক) ও ১৪ (খ);

(গ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রেজিস্টার (ফরম ১৫);

(ঘ) সর্বশেষ নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্র; এবং

(ঙ) নিবন্ধক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন দলিলাদি।

৬৩। **উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশনা**।—(১) সমিতির সাধারণ সভায় নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করিতে হইবে এবং সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসে (যদি থাকে) উন্মুক্ত স্থানে উদ্বৃত্তপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) প্রতি সমবায় বর্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির হালনাগাদ একটি উদ্বৃত্তপত্র সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবে এবং এইরূপ উদ্বৃত্তপত্র সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৬ (ছয়) মাস সময় কালের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইতে হইবে ঃ

শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ অবস্থার কারণে কোন সমিতির জন্য নিবন্ধক এই সময়সীমা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসে ধার্য করিতে পারিবেন।

৬৪। **ঋণ ও আমানত গ্রহণ**।—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ ঋণ বা আমানত অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ ও আমানত গ্রহণ বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবে।

(২) সমিতি উহার সদস্য নহে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে তবে উক্তরূপ ঋণের উর্ধ্বসীমা সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদন হইতে হইবে।

(৩) কোন সমবায় সমিতি উহার তহবিল উন্নয়নের জন্য ঋণপত্র ইস্যু করিতে পারিবে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধক এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৬৫। **সমবায় সমিতির ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা**।—কোন সমবায় সমিতি উহার সাধারণ সভায় অনুমোদন ব্যতীত উহার সদস্য নহে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৬৬। **সীমিত দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা**।—(১) কোন সীমিত দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি উহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের মধ্যে সমিতির বাহিরে পৃথকভাবে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা রহিয়াছে তাহার সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) গুণের বেশী অর্থ উক্ত সময়ে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে সমিতি উহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের মধ্যে সমিতির বাহিরে পৃথকভাবে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা রহিয়াছে তাহার সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) গুণ পর্যন্ত অর্থ ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইবে না।

৬৭। **সমিতির তারল্য (ফ্লুইড রিসোর্সেস্ বা লিকুইড কভার)।**—(১) নিবন্ধক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান না করিলে কোন সমবায় সমিতি উহার আমানতের নিম্নবর্ণিত অংশ এমনভাবে সংরক্ষণ করিবে যাহা অতি সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়, যথা ঃ—

(ক) পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদানযোগ্য স্থায়ী আমানতের ২০ (বিশ) শতাংশ;

(খ) সঞ্চয়ী আমানতের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ; এবং

(গ) চলতি হিসাবের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ।

(২) নিম্নোক্ত এক বা একাধিক প্রকারে অতি সহজেই কোন সম্পদ নগদ অর্থে রূপান্তর করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ বা ব্যাংকে সংরক্ষণ;

(খ) সরকারী নিশ্চয়তাপত্র (সিকিউরিটিজ);

(গ) ডাকঘর সঞ্চয় হিসাবে জমা;

(ঘ) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সহজ ও তরল বিনিয়োগ; এবং

(ঙ) কোন তফসিলি ব্যাংক বা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে নিশ্চয়তা প্রদত্ত নগদ ঋণ যাহা এখনও পর্যন্ত উত্তোলন করা হয় নাই।

(৩) কোন সমবায় সমিতি উহার সদস্য নহে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সঞ্চয় আমানত বা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধক পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত সমিতির উপর লিখিতভাবে যে কোন শর্তাদি আরোপ করিতে পারিবেন এবং এই ধরণের শর্তাদি পালন সংশ্লিষ্ট সমিতির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

৬৮। **তারল্যের নির্ধারিত হার হ্রাসকরণে নিবন্ধকের ক্ষমতা।**—নিবন্ধক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিধি ৬৭-তে বর্ণিত তারল্যের হার হ্রাস করিতে পারিবেন।

৬৯। **নিশ্চয়তা প্রদানকারী ঋণপত্র ইস্যুকরণ।**—(১) নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন ঋণপত্র ইস্যু করা যাইবে না।

(২) সমবায় সমিতি কর্তৃক ঋণপত্রের বিপরীতে উপযুক্ত মূল্যের সম্পদ সরকারের নিকট বন্ধক প্রদান করিতে হইবে।

(৩) সমিতি কর্তৃক যে পরিমাণ মূল্যের সম্পদ বন্ধক রাখা হইবে তাহার ৭৫ (পঁচাত্তর) শতাংশ মূল্যমানের বেশী ঋণপত্র ইস্যু করা যাইবে না।

(৪) ঋণপত্র গ্রহীতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বন্ধকী সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সরকার নিবন্ধক অথবা উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তির ট্রাস্টী নিয়োগ করিবেন এবং ট্রাস্টীর আইনগত ধারাবাহিক উত্তোরাধিকার (পারপিচুয়াল সাকসেশন) এবং উহার সাধারণ সীল থাকিবে এবং উহা নিজ নামে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) ট্রাস্টীর দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ট্রাস্টী ও সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৬) নিবন্ধক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকার ট্রাস্টী নিয়োগ করিলে ঋণপত্র ইস্যুর পূর্বে নিবন্ধকের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাস্টীর অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) নিম্নোক্ত যে কোন শর্তে ঋণপত্র ইস্যু করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক) ঋণপত্র ইস্যুর তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের মধ্যে যে কোন মেয়াদের জন্য দায় মোচনের অঙ্গীকার;

(খ) নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যে কোন সময়ে ৩ (তিন) মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া সমিতি কর্তৃক দায় মোচনের অঙ্গীকার; এবং

(গ) সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও ট্রাস্টী কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন শর্ত।

(৮) ট্রাস্টীর ব্যবস্থাপনায় রক্ষিত সমিতির বন্ধকী সম্পদ এবং প্রয়োজনে তদ্‌সহ সমিতির অন্যান্য সম্পত্তির উপর ঋণপত্র গ্রহীতার অধিকার থাকিবে; ঋণপত্রের মূল্যমান, সুদ বা লভ্যাংশ এবং উহার হস্তান্তর দ্বারা ঋণপত্র গ্রহীতার এইরূপ অধিকার পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

৭০। **ঋণের জন্য আবেদন**।—(১) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ঋণের আবেদন করিতে হইবে।

(২) ঋণের জন্য আবেদনকারী সদস্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(৩) প্রাথমিক সমবায় সমিতির কোন সদস্য ঋণ গ্রহণের আবেদনকালে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তাহার সম্পত্তি ও দেনার পরিমাণ (ফরম-১৬);

(খ) তাহার বাৎসরিক আয়;

(গ) পূর্বের ঋণের (যদি থাকে) আসল ও সুদসহ কিস্তির অর্থের পরিমাণসহ বাৎসরিক ব্যয়;

(ঘ) প্রার্থিত ঋণ পরিশোধের জন্য অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত; এবং

(ঙ) ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য।

৭১। **ঋণের সীমা**।—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য হিসাবে যেই পরিমাণ ঋণ পাইবার অধিকারী উহার অতিরিক্ত কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যদের জন্য ঋণের সাধারণ ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিবেন।

(৩) প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সদস্যের সম্পদ, দায় ও বাৎসরিক আয়ের উদ্বৃত্ত যথাযথভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবে।

প্রাথমিক সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক কোন সদস্যের ঋণ সীমার পরিমাণ নির্ধারণকালে উক্ত সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধে তাহার সামর্থ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) কৃষি জমি বন্ধক রাখা হইলে জমির মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ অথবা উক্ত জমি হইতে পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরে গড় আয়ের ভিত্তিতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের সময়ে উক্ত জমি হইতে প্রাক্কলিত আয়ের সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) শতাংশ পরিমাণ অর্থ ঋণ মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) ঋণ পরিশোধের সামর্থ এবং জামানতের হিসাবের মধ্যে যেই সীমা নিম্ন সেই সীমা পর্যন্ত কোন সদস্যকে সর্বোচ্চ ঋণ মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) কৃষক সমবায় সমিতির কোন সদস্যের ঋণের চাহিদা নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর নির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফসল চাষাবাদ ও শস্য সংগ্রহ; এবং

(খ) চাষাবাদের মৌসুমে পরিবারের ভরণপোষণ।

৭২। **ঋণের জন্য জামানত**।—প্রত্যেক ঋণের জন্য সদস্যগণকে সমিতির উপ-আইনের বিধান মোতাবেক অথবা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ জামানত প্রদান করিতে হইবে।

৭৩। **ঋণ পরিশোধের সময়সীমা**।—(১) ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট সমিতির উপ-আইনের বিধান মোতাবেক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) ঋণ পরিশোধের কিস্তি এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে কিস্তিতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ঋণ মঞ্জুরকালে বিধি অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার বার্ষিক আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থের অতিরিক্ত না হয়।

(৩) ঋণ গ্রহীতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণের জামিনদার বা নিশ্চয়তাকারী ব্যক্তির সম্মতিক্রমে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৭৪। **ঋণ মঞ্জুরের সীমাবদ্ধতা।**—(১) কোন সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় তাহাদের শেয়ার দ্বারা সীমিত হইলে উক্ত সমিতির কোন সদস্যকে তাহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৪০ (চল্লিশ) গুণের অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করা যাইবে না।

(২) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ব্যতিত কোন জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি-সদস্যকে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) (খ) এর অধীনে নিবন্ধক বা সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য সমিতির সদস্য না হইলে ঋণ পাইবার যোগ্য হইবেন না।

৭৫। **ঋণের অর্থ ফেরৎ গ্রহণ।**—(১) সমিতির কোন সদস্যকে যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে ঋণের অর্থ ব্যবহৃত হইতেছে না মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণের অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(ক) নোটিশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত ঋণের অর্থ কেন ফেরৎ চাওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শানো।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঋণের অর্থ ফের প্রদান করা না হইলে সমিতি, আইনের ধারা ৩২ মোতাবেক সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করিয়া উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৬। **বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ পদ্ধতি।**—(১) কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীর সমবায় সমিতির নিকট ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বন্ধককৃত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি লেনদেন বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন মর্মে সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইলে, সরকার গেজেটে আদেশ প্রাক-প্রকাশের মাধ্যমে উক্তরূপ সমিতির বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি লেনদেন বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উক্ত প্রাক-প্রকাশিত আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সমবায় সমিতিকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উক্ত প্রাক-প্রকাশিত আদেশ গেজেটে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর এবং উক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে প্রাক-প্রকাশিত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রাক-প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া সরকার উক্ত আদেশ প্রত্যাহার বা যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা শ্রেণীর সমবায় সমিতির জন্য উহা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনযোগ্য হইবে।

৭৭। **সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা।**—(১) সরকার কোন সমবায় সমিতিকে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ প্রদান বা অন্য কোন প্রকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির সদস্যদের পণ্য উৎপাদন বা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সহজীকরণ;

(খ) সমিতি কর্তৃক কোন কৃষি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা;

(গ) সমিতির সদস্যদের পূর্বের দেনা পরিশোধ, জমি ক্রয় ও উন্নয়ন বা সমিতির সদস্যগণের স্বার্থে চাষাবাদের সুবিধার জন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(ঘ) সমিতি বা উহার সদস্য কর্তৃক বাসগৃহ নির্মাণ;

(ঙ) সমিতি কর্তৃক উহার উপ-আইনের বিধান মোতাবেক পূর্বে গৃহীত কোন ঋণ পরিশোধ;

(চ) সমিতির সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান;

(ছ) সমিতির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ক্ষতি বা লোকসানের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ;

(জ) সরকারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোন ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ ও বিতরণ;

(ঝ) দারিদ্র্য বিমোচন; এবং

(ঞ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত সরকারী আর্থিক সহায়তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে প্রদত্ত হইবে ঃ

(২) কোন সমিতিকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা যথাযথরূপে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা তাহা পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার যে কোন সময় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সরকারী আর্থিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও প্রদত্ত সহায়তা ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের উপর এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক এইরূপ নিয়োগকৃত ব্যক্তির সম্মানী ও অন্যান্য ভাতাদি সরকার নির্ধারিত হারে সমিতির তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন; তবে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হইলে তিনি বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সমবায় সমিতিসমূহের বিশেষ অধিকার

৭৮। **সেচ এলাকা চিহ্নিতকরণ।**—(১) কোন সমবায় সমিতি চাষাবাদের জন্য সেচের ব্যবস্থা করিলে ফরম-১৭ মোতবেক উক্ত সমিতি সংশ্লিষ্ট সেচ এলাকাকে নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ চিহ্নিত সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত জমির মালিকগণ সমিতির সদস্য হউক বা না হউক, তাহাদের নিকট হইতে সেচ সুবিধার বিনিময়ে সমিতির সাধারণ সভায় নির্ধারিত হারে অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

(৩) সেচ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এলাকার নক্সা (ম্যাপ) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট নক্সা ও জমির দাগ সম্বলিত হইতে হইবে।

৭৯। **দায় পরিবর্তন।**—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার দায় পরিবর্তন করিতে চাহিলে সমিতির উপ-আইন সংশোধনক্রমে তাহা করা যাইবে।

(২) উপ-আইন পরিবর্তন সংক্রান্ত সভা আহবানের নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা বাহক মারফত সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের হাতে হাতে পৌঁছাইতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সমবায় সমিতিসমূহের সম্পত্তি এবং তহবিলসমূহ

৮০। **তহবিল বিনিয়োগ।**—সমবায় সমিতিসমূহ উহার তহবিল নিম্নলিখিতভাবে বিনিয়োগ করিতে বা জমা রাখিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক অথবা অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাবে বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন সিকিউরিটি আকারে;

(খ) সমিতির কার্যাদি পরিচালনা বা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নহে উক্তরূপ উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা কোন কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটি আকারে; এবং

(গ) উক্ত সমিতি অন্য কোন সমবায় সমিতির সদস্য হইলে এবং দ্বিতীয়োক্ত সমিতির আমানত গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে উহার নিকট আমানত আকারে।

৮১। **নীট মুনাফা।**—সমিতির অন্যান্য ব্যয় ছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট মুনাফাকে একটি সমবায় সমিতির নীট মুনাফা হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সাধারণ পরিচালনা ব্যয়, যেমন—মেরামত, ভাড়া, কর, দান, ভর্তুকী, অবচয় এবং অনাদায়যোগ্য ঋণ যা অবমোচন (রাইট-অফ) করা হইয়াছে ইত্যাদি সাধারণ পরিমাণ;

(খ) আংশিক বা পূর্ণভাবে অবমোচন (রাইট-অফ) করা হইয়াছে উক্তরূপ মূলধনী ব্যয়;

(গ) অর্জিত মুনাফা হইতে কোন তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে সমন্বয় করা হয় নাই এইরূপ মূলধনী লোকসান; এবং

(ঘ) সম্ভাব্য কুঋণ, যদি থাকে, উহার ব্যবস্থা করা।

৮২। সংরক্ষিত তহবিল (রিজার্ভ ফান্ড) এর ব্যবহার।—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত পরিমাণে সংরক্ষিত তহবিল সমিতির ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির নিজস্ব মূলধন, ঋণকৃত মূলধন অপেক্ষা কম হইলে, সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ২৫%;

(খ) সমিতির নিজস্ব মূলধন, ঋণকৃত মূলধনের সমান অথবা অধিক হইলে, সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ৫০%;

(গ) সমিতির কোন ঋণকৃত মূলধন না থাকিলে সংরক্ষিত তহবিলের সম্পূর্ণ অংশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত শর্তসমূহের আওতা বহির্ভূতভাবে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করিতে হইলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সমিতির সাধারণ সভায় সংরক্ষিত তহবিল ব্যবসার কাজে ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হইলেও উক্ত সীমার মধ্যে থাকিয়া সংরক্ষিত তহবিলের কি পরিমাণ অর্থ প্রকৃত পক্ষে সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার করা হইবে, তাহা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

৮৩। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড), বোনাস ইত্যাদি প্রদান।—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৭৫% পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে, তবে নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে উল্লেখিত হার বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ এবং সাধারণ সভায় অনুমোদন ব্যতীত কোন সমিতির লভ্যাংশ বিতরণ করা যাইবে না।

(৩) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে নীট মুনাফার সর্বোচ্চ ৫% অর্থ সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারীগণকে উৎসাহ ভাতা হিসাবে প্রদান করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভাতা কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর দুই মাসের মূল বেতনের অধিক হইবে না।

৮৪। সমবায় উন্নয়ন তহবিল।—(১) আইনের ধারা ৩৪ (গ) অনুযায়ী কোন সমবায় সমিতির চাঁদা বা প্রদত্ত অর্থ উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত কমিটি কর্তৃক একটি পৃথক তহবিলে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহা সমবায় উন্নয়ন তহবিল নামে পরিচিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের ভিত্তিতে উহার নীট মুনাফা হইতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তবিলের অনুকূলে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট মারফত জমা করিবে।

(৩) সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক)	নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	সভাপতি (পদাধিকার বলে)	
(খ)	পরিচালক (সরেজমিন), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য	,,
(গ)	অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	সদস্য	,,
(ঘ)	অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি) 'সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব	,,
(ঙ)	জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য	
(চ)	জাতীয় সমবায় পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন সমবায়ী	সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	

(৪) দফা (ঙ) তে অন্তর্ভুক্ত সদস্য নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

(৫) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকসহ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।

(৬) সমবায় উন্নয়ন তহবিল নিম্নোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) সমবায়ের নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সমবায় সমিতির সদস্যদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম;

(খ) সমবায় সমিতি উন্নয়ন;

(গ) সমবায় বিষয়ক কর্মকান্ড প্রচারণা, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণ;

(ঘ) সমবায় বিষয়ক গবেষণা;

(ঙ) সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ;

(চ) সমবায় বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠান ও দিবস পালন;

(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কাজ।

৮৫। সমিতির সদস্য এবং কর্মচারীগণের ভবিষ্য তহবিল।—(১) সমিতির উপ-আইনের বিধান মোতাবেক কোন সমবায় সমিতি উহার সদস্য এবং কর্মচারীদের প্রদত্ত চাঁদার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক বা কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) ভবিষ্য তহবিলে সমিতির সদস্যগণের চাঁদার পরিমাণ সমিতির সাধারণ সভায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারীগণের চাঁদার হার তাহাদের মাসিক মূল বেতনের ১৫% এর বেশী হইতে পারিবে না।

(৪) ভবিষ্য তহবিলে কোন সদস্য কর্তৃক কোন সমবায় বর্ষে প্রদত্ত মোট চাঁদার ৭৫% এবং সমিতির কর্মচারীর ক্ষেত্রে মোট চাঁদার ১০০%, কিন্তু উক্ত কর্মচারীর বার্ষিক মূল বেতনের অনধিক ১০% অর্থ সমিতি সংশ্লিষ্ট সদস্য বা কর্মচারীর হিসাবে (একাউন্টে) প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বৎসর শেষে উক্ত তহবিল হইতে প্রাপ্ত সুদ সমিতির সদস্য বা কর্মচারীগণের হিসাবে জমা করিতে হইবে।

৮৬। **মুনাফা বন্টন।**—(১) লোকসান, যদি থাকে, সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট মুনাফা এই বিধি মোতাবেক বন্টন করিতে হইবে।

(২) লোকসান সমন্বয়, নিরীক্ষা ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিলের বকেয়া দাবী পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্য তহবিলের মুনাফা সদস্য বা কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করা যাইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

সমবায় সমিতির সদস্যগণের বিশেষ সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব

৮৭। **ভোট প্রদানের অযোগ্যতা।**—কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত কোন সমিতির কোন সদস্য উক্ত সমিতির কোন বিষয়ে ভোট প্রদান করিতে পারিবে না, যদি—

(ক) উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী নিজ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন;

(খ) উক্ত সদস্য প্রাথমিক সমিতির সকল খেলাপী ঋণ বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করেন।

৮৮। **সদস্যের অধিকার প্রয়োগ।**—(১) কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিতে তাহার অধিকার প্রয়োগের জন্য কোন ব্যক্তিকে পাওয়ার অব এটর্নীর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট, গৃহনির্মাণ এবং দোকানে মালিক সমবায় সমিতির কোন সদস্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিতকরণপূর্বক বৈধভাবে বিদেশে অথবা সমিতির কর্ম এলাকার বাহিরে দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থান করিলে তাহার বৈধ ভাড়াটিয়া অথবা অনুমোদিত বসবাসকারীকে পাওয়ার অব এটর্নীর মাধ্যমে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান কারিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হইবে না।

(২) কোন সদস্য তাহার অধিকার প্রয়োগের পূর্বে সমিতি নিবন্ধনের এক মাসের মধ্যে সমিতির উপ-আইন মান্য করিয়া চলিবেন মর্মে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য ভোট প্রদানসহ তাহার কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৮৯। গ্রহীতা মনোনয়ন।—(১) আইনের ধারা ৪০ মোতাবেক প্রাথমিক সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন ব্যক্তিকে গ্রহীতা মনোনীত করিবেন যিনি সমিতির সদস্য নহেন এবং উক্ত সদস্যের মৃত্যুর পর তাঁহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায়-দায়িত্ব মনোনীত ব্যক্তি অর্জন করিবেন।

(২) কোন গ্রহীতা মনোনীত করিবার পর সদস্য প্রয়োজনবোধে মনোনীত গ্রহীতা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতি এইরূপ মনোনীত সকল ব্যক্তিগণের (যদি থাকে) নামের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

৯০। **শেয়ার দ্বারা সীমিত দায়বদ্ধ সমিতির শেয়ার সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা।**—কোন সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় শেয়ার দ্বারা সীমিত হইলে অন্য কোন সমবায় সমিতি ব্যতিত কোন সদস্য উক্ত সমিতির শেয়ার মূলধনের সর্বোচ্ছ ২০ (কুড়ি) ভাগের একভাগ ক্রয় বা ধারণ করিতে পারিবে।

৯১। **সদস্যগণ কর্তৃক শেয়ার মূলধন উত্তোলন।**—শেয়ার দ্বারা সীমিত কোন সমবায় সমিতির চাকুরীজীবী সদস্য সমিতির শেয়ার মূলধন হইতে নিজ অংশ উত্তোলন করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) বদলীজনিত কারণে তিনি সমিতির কর্ম এলাকা পরিত্যাগ করেন; বা

(খ) নিয়োগকারী কর্তৃক তাহার নিয়োগ বাতিল করা হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির নিকট তাহার কোন দেনা থাকিলে বা তিনি কোন ঋণ গ্রহীতার জামিনদার হইলে উহা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি সমিতি হইতে তাহার শেয়ার মূলধন উত্তোলন করিতে পারিবেন না;

আর শর্ত থাকে যে, এইরূপ উত্তোলনের প্রেক্ষিতে সমিতির ধার গ্রহণের সীমার কোন পরিবর্তন হইবে না।

৯২। কোন সদস্যের শেয়ার মূল্য বা স্বার্থ নিরূপণ পদ্ধতি।—কোন সমবায় সমিতি উহার কোন সদস্য বা সদস্য সমিতির শেয়ারের মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপন করিবে।

৯৩। জমির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১) আইনের ধারা ৪২ অনুযায়ী কোন জমির মূল্য সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হইবে।

(২) উক্ত মূল্য নির্ধারণে কোন মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হইলে তাহা নিবন্ধকের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তদন্ত

৯৪। **সন্দেহজনক ঋণ**।—সমিতির কোন সদস্য একনাগাড়ে ৩ (তিন) বৎসর ঋণের আসল ও সুদের জন্য প্রদেয় কোন কিস্তির ২৫% অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে এবং উক্ত ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদারের সম্পত্তি একত্রে ঋণের দাবী আদায়ের জন্য যথেষ্ট মর্মে বিবেচিত হইলে উক্ত ঋণ সন্দেহজনক ঋণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৯৫। **কুঋণ**।—কোন সদস্যের ঋণের পরিমাণ আসল ও সুদসহ তাহার সম্পদ এবং জামিনদারের সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে এবং ঋণ গ্রহীতা ৩(তিন) বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে ঋণের কোন দাবী পরিশোধ না করিলে উহা কুঋণ হিসেবে গণ্য হইবে।

৯৬। **কুঋণ অবলোপন (রাইট অপ)**।—(১) নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কোন কুঋণ নিম্নোক্ত কোন তহবিলের বিপরীতে অবলোপন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) মুনাফা হইতে সৃষ্ট কুঋণের দায় মোচনের জন্য কোন কুঋণ তহবিল বা অন্য কোন তহবিল;

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিত সমিতির মুনাফা হইতে সৃষ্ট অন্য কোন তহবিল; এবং

(গ) আইনের ধারা ৩৪ (১)(ক) এর অধীন গঠিত সংরক্ষিত তহবিল।

(২) উক্ত সমিতি কোন অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইলে উক্ত কুঋণ অবলোপনের পূর্বে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিবে।

৯৭। **অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা কর্তৃক সদস্যভুক্ত সমিতির নিরীক্ষা**।—(১) সমবায় বর্ষ শেষ হওয়ার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উহার সদস্যভুক্ত সমবায় সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একটি নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য নিবন্ধক বরাবরে দাখিল করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নিরীক্ষা পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) নিরীক্ষাযোগ্য সমিতির সংখ্যা, নাম, নিবন্ধন নম্বর ও নিরীক্ষা বর্ষ; এবং

(খ) নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

(৩) প্রস্তাবিত নিরীক্ষা পরিকল্পনা পর্যালোচনাক্রমে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইলে, উহা অনুমোদন করিবেন।

(৪) অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ২(দুই) প্রস্থ নিরীক্ষা সমাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধক বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা নিবন্ধক নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৯৮। **নিরীক্ষার তারিখ।**—নিবন্ধক কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান না করা হইলে, নিরীক্ষক সমবায় বর্ষ সমাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৯ (নয়) মাসের মধ্যে সমিতির হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট সমিতি এবং নিবন্ধকের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

৯৯। **হিসাব লিপিবদ্ধকরণ।**—(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি সমবায় বর্ষ শেষ হওয়ার তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার প্রয়োজনীয় হিসাব বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব বিবরণী হাল নাগাদ করা সম্ভব না হইলে সমিতির আবেদন অনুযায়ী নিবন্ধক উক্ত সময় আরও ৩০(ত্রিশ) দিন বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষার প্রয়োজনে নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক হাল নাগাদ হিসাব বিবরণী তাহার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) নিরীক্ষার সময় কোন সমবায় সমিতির সকল হিসাব হালনাগাদ না হইয়া থাকিলে, নিরীক্ষক সমিতির খরচে উক্ত হিসাবপত্র লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন।

১০০। **নিরীক্ষার প্রকৃতি।**—আইনের ধারা ৪৫-এ বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও নিরীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির যাবতীয় কার্যক্রম ও আর্থিক লেনদেন মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদিত হইয়াছে কিনা উহা যাচাইয়ের জন্য পারফরমেন্স অডিট (Performance Audit);

(খ) অডিট ম্যানুয়েল এবং নিবন্ধক কর্তৃক নির্বাহী আদেশে চাহিত যে কোন বিষয়াদি।

১০১। **আর্থিক লেন-দেন যাচাই সীমা।**—(১) সমিতির অর্থ আদায় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অনিয়ম বা ত্রুটি রহিয়াছে কিনা বা উক্তরূপ লেন-দেনে আইন, বিধি বা উপ-আইনের বিধান লংঘিত হইয়াছে কিনা অথবা নিবন্ধক বা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির আইনানুগ নির্দেশনা পরিপন্থী কোন কিছু সম্পাদিত হইয়াছে কিনা, উহা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের প্রয়োজনে নিরীক্ষক যেই পর্যন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই পর্যন্ত সমিতির আর্থিক লেন-দেনের বিষয়টি যাঁচাই, পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবেন।

(২) কোন কারণে এইরূপ লেন-দেনের যথার্থ সম্পর্কে নিরীক্ষক ও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হইলে, বিষয়টি নিবন্ধকের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হইবে এবং নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সমিতির তহবিল কোনরূপে তছরূপ করা হইলে বা সমিতির কোন কর্মচারী অথবা প্রেষণে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীকে অবৈধভাবে কোনরূপ সুবিধা প্রদান করা হইলে, তাহা নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবেন এবং উক্তরূপ তছরূপ বা অবৈধ সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা প্রেষণে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিবেন।

১০২। নিরীক্ষার পদ্ধতি।—(১) নিবন্ধক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান না করিলে কোন সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে সম্পাদিত হইবে।

(২) নিরীক্ষা আরম্ভ করার অন্যূন ১৫(পনের) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে নোটিশ জারী করিয়া অবহিত করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সমিতিকে পূর্বে অবহিত না করিয়াই আইনের ধারা ৪৫ এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ উল্লেখিত বিষয়াদি যাচাই করা যাইবে।

(৩) নিরীক্ষককে সমিতির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরীক্ষা কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণী প্রনয়ন করিবে এবং নিরীক্ষক উক্তরূপ বিবরণী ও হিসাব যথাযথভাবে যাচাই করিবেন।

(৪) যেই সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকার উর্ধ্বে, সেই সকল সমিতিতে অন্যূন ৩(তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ থাকিবে এবং উক্ত ৩(তিন) জন সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক ৩(তিন) বছরের জন্য মনোনীত হইবেন।

১০৩। নিরীক্ষার প্রতিবেদন।—(১) আইনের ধারা ৪৬ এ বর্ণিত বিষয়াবলী ছাড়াও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) নিরীক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা নিরীক্ষাকালে পাইয়াছেন কিনা;

(খ) প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব নিরীক্ষকের বিবেচনায় আইনের বিধান মোতাবেক প্রণীত হইয়াছে কিনা এবং উহা সমিতির হিসাবের নির্ভুল ও প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন করে কিনা;

(গ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা এবং উক্ত সভায় উপস্থিতির তালিকাসহ নিরীক্ষা বর্ষের সমিতির সদস্য তালিকা যথাযথ কিনা;

(ঘ) সমিতির হিসাবের বহিসমূহ তাহার বিবেচনায় আইন, বিধি এবং উপ-আইন এর বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা;

(ঙ) সমিতির অর্থ আদায় বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অনিয়ম বা ত্রুটি রহিয়াছে কিনা;

(চ) সমবায় সমিতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য উহার কার্যকলাপের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট ছিল কিনা; এবং

(ছ) পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েল কিংবা নির্বাহী আদেশে নিবন্ধক কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোন বিষয়াদি।

(২) বিধি (১) এ উল্লেখিত কোন বিষয়ের উত্তর নেতিবাচক হইলে নিরীক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য- উপাত্তসহ উহা প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিবেন এবং আলাদাভাবে একটি বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন।

১০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বর্ণিত দোষত্রুটি সংশোধন।—(১) আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত ভুল ও অনিয়মসমূহ ধারা ৪৭ এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সংশোধনপূর্বক নিবন্ধককে অবহিত করিলে এবং নিবন্ধক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে তিনি উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আইনের ধারা ৪৭ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভুল সংশোধন না করিলে কিংবা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এই মর্মে সন্তুষ্ট না হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত আইগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০৫। টেষ্ট অডিট।—(১) আইনের ধারা ৪৩ অনুযায়ী দায়িত্ব পালনকারী নিরীক্ষকের কার্যক্রম কিংবা ধারা ৪৬ অনুযায়ী প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিবন্ধক নিজে কিংবা এক বা একাধিক কর্মকর্তার মাধ্যমে যে কোন সময় যাচাই বা পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী যাচাই বা পরীক্ষান্তে যদি নিবন্ধক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন নিরীক্ষক আইন, বিধি বা নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ না করিয়া নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন বা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন তথ্য গোপন করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি উক্ত নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষককে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদনে যদি সমিতির কোন দোষত্রুটি পাওয়া যায় তাহা হইলে নিবন্ধক উহা সংশোধন করার জন্য সমিতিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী নিবন্ধক কর্তৃক সংশোধিত এবং অনুমোদিত হিসাব বিবরণী চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৬। নিরীক্ষা বিবরণীর ফরমসমূহ।—নিবন্ধক কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান করা না হইলে, নিরীক্ষার প্রয়োজনে সমিতির হিসাব বিবরণী ফরম-১৮ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করিতে হইবে।

১০৭। নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ।—(১) কোন সমবায় সমিতির নিরীক্ষা কাজের জন্য নিম্নোক্ত হারে ফি নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) টাকা নীট মুনাফা বা উহার অংশের জন্য ১০ (দশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা; এবং

(খ) জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) টাকা নীট মুনাফা বা উহার অংশের জন্য ১০ (দশ) টাকা হারে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা নীট মুনাফা পর্যন্ত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকার উর্ধ্বে প্রতি ১০০ (একশত) টাকার জন্য ১০(দশ) টাকা হারে ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা নীট মুনাফা পর্যন্ত ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ২,০০,০০,০০০(দুই কোটি)টাকার উর্ধ্বে নীট মুনাফার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশের জন্য ১০% হারে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা।

১০৮। **নিরীক্ষা ফি পরিশোধ।**—(১) বিধি ১০৭ মোতাবেক ধার্যকৃত ফি নিরীক্ষা বর্ষের ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষার উপর ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি সরকারী কোষাগারে নির্ধারিত কোড নম্বরে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে; এবং

(খ) অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষার ফি অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নগদ , ডিডি বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে,

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী কিংবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হইলে উক্ত ফি সংশ্লিষ্ট অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রেজারী চালান মূলে সরকারী কোষাগারে জমা করিতে হইবে;

(গ) অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা ফি নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নগদ, ডিড বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে।

(২) অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উহার সদস্য কোন সমবায় সমিতির নিরীক্ষা ফি পরিশোধ করিলে, তাহা সংশ্লিষ্ট সদস্য সমিতি ঋণ রূপে গণ্য হইবে এবং উক্ত ফি প্রকৃতপক্ষে উক্ত সদস্য সমিতি কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(৩) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি পরিশোধ না করিলে সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং নির্বাহী কর্মকর্তা যৌথভাবে দায়ী হইবেন এবং এই ক্ষেত্রে নিবন্ধক সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় শুনানী প্রদানপূর্বক তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০৯। **নিবন্ধক কর্তৃক নিরীক্ষা ফি মওকুফ বা হ্রাসকরণ।**—বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নিবন্ধক যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন সমবায় সমিতির নিরীক্ষা ফি আংশিক হ্রাস বা সম্পূর্ণ মওকুফ করিতে পারিবেন।

১১০। **নিবন্ধক কর্তৃক সমবায় সমিতি পরিদর্শন।**—(১) আইনের ধারা ৪৮(২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধক স্বয়ং কিংবা তাহার অধীনস্থ এক বা একাধিক কর্মকর্তার দ্বারা যে কোন সময়ে যে কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম ও রেকর্ডপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শক কার্য পরিচালনাকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতি উহার রেজিস্টার, বহি বা অন্যান্য দলিল দাখিল করিবে এবং উক্ত সমিতি সম্পর্কে কোন বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করিতে সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার অধীনস্থ যে কোন কর্মচারী বাধ্য থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিদর্শনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া নিবন্ধক যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, উক্ত সমিতির কার্যাবলী উহার সদস্য কিংবা পাওনাদারদের স্বার্থের পরিপন্থী পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে তাহা হইলে উক্ত সমিতিকে উল্লেখিত প্রতিবেদন সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

বিরোধ নিষ্পত্তি

১১১। **সালিসকারী নিয়োগ**।—(১) প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা সমবায় অফিসার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনটি গ্রহণপূর্বক স্বয়ং সালিসকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন অথবা সহকারী নিবন্ধক (অডিট) বা উপ-সহকারী নিবন্ধক-কে সালিসকারী নিয়োগ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-নিবন্ধক (বিচার) এর নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক এর নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং নিবন্ধক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনটি গ্রহণপূর্বক স্বয়ং সালিসকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন অথবা অতিরিক্ত নিবন্ধক বা যুগ্ম-নিবন্ধকগণের যে কোন একজনকে সালিসকারী নিয়োগ করিবেন।

১১২। **বিরোধ সম্পর্কে সালিসকারিকে অবহিতকরণ**।—কোন বিরোধ সম্পর্কে সালিসকারিকে লিখিতবাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত লিখিত আবেদন নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে একটি বিবরণী বা প্রতিবেদন;

(খ) আর্থিক বিষয়ের বিরোধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের লেজার হিসাবের কপি; এবং

(গ) অন্য কোন দলিল-দস্তাবেজ বা বিবরণী।

১১৩। **বিরোধ বা আপীল নিষ্পত্তির আবেদন দাখিলের ফি**।—প্রতিটি বিরোধ বা আপীল নিষ্পত্তির আবেদনে ১০০ (একশত) টাকার কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।

১১৪। **বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি**।—(১) সালিসকারী বিরোধ শুনানীর জন্য তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

(২) শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে বিরোধীয় বিষয়ের অনুলিপিসহ লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া—

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রয়োজনীয় সাক্ষীসহ উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন; এবং

(খ) বিরোধীয় বিষয়ে সংশিষ্ট যাবতীয় বই, খাতা-পত্র, হিসাবাদি ও দলিলপত্র উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

---

(৩) সালিসকারী নিম্নোক্ত এক বা একাধিক উপায়ে নোটিশ জারী করিবেন, যথা ঃ—

(ক) বিশেষ বাহক মারফত;

(খ) রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে;

(গ) সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা বা সমিতির কোন সদস্য অথবা বিরোধীয় পক্ষগণের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে; বা

(ঘ) বিরোধে জড়িত কোন ব্যক্তি উক্ত নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে জানামতে তাহার সর্বশেষ আবাসস্থল বা প্রতিষ্ঠানে নোটিশের কপি লটকাইয়া।

(৪) সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট নোটিশ জারী করা হইলে উক্ত নোটিশ সমিতির উপর জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) নোটিশ জারীকালে কোন ব্যক্তিকে বা তাহার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে নোটিশ প্রদান করা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির প্রমাণ স্বরূপ নোটিশের কপিতে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোন ব্যক্তি নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে নোটিশ জারীকারক নোটিশের কপিতে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৬) নোটিশের কপিতে কোন তারিখে, কোন সময়ে, কোন স্থানে ও সনাক্তকারী কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে নোটিশ জারী করা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাহাদের উপস্থিতিতে নোটিশ জারী করা হইয়াছে, সাক্ষী হিসাবে তাহাদের পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হইবে এবং লটকাইয়া নোটিশ জারীর ক্ষেত্রেও জারীর সময়, তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) নোটিশ যথাযথবাবে জারী হইয়াছে কিনা তাহা, যিনি নোটিশ প্রদান করিয়াছেন, তিনি নির্ধারণ করিবেন।

(৮) যথাযথভাবে নোটিশ জারী সত্ত্বেও সালিসে কোন পক্ষ হাজির না হইলে সালিসকারী একতরফাভাবে শুনানী গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৯) সালিসকারী বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গ্রহণের ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিবেন, তবে সুনির্দিষ্ট কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করা না গেলে নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন সময় পাইবেন।

১১৫। **আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ।**—সালিস প্রক্রিয়ায় কোন পক্ষই আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

১১৬। **সালিসের রায় (এওয়ার্ড) বা সিদ্ধান্ত।**—(১) সালিসকারী বিরোধীয় বিষয়ের পক্ষগণ ও সাক্ষীদের বক্তব্যের একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিবেন এবং ন্যায়বিচার, সমতা ও সুবিবেচনা প্রসূতভাবে তাহার রায় বা সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে প্রস্তুত করত তারিখসহ স্বাক্ষর করিয়া পক্ষগণকে অবহিত করিবেন।

(২) সালিসের রায়ে পূর্বসূত্র (রেফারেন্স) নম্বর, পক্ষসমূহের নাম, বিরোধের বিষয় বা বর্ণনা, প্রদত্ত প্রতিকার, ডিক্রীকৃত অর্থের পরিমাণ, অনুমোদিত ভবিষ্যৎ স্বার্থ (যদি থাকে) এবং খরচ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) শুনানী পর পরই সালিসের রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব না হইলে রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সালিসকারী তারিখ, সময় ও স্থান ধার্য করিবেন এবং ধার্য তারিখে সালিসকারী তাহার রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত তারিখের কোন কারণে রায় প্রদান সম্ভব না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুনঃ তারিখ ধার্য করিতে পারিবেন।

(৪) নিম্নোক্ত উপায়ে সালিসকারক পক্ষগণের সালিসের রায় বা সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে, যথাঃ—

(ক) রায় গোষণা বা পাঠ করিয়া; বা

(খ) রায় ঘোষণার তারিখে কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বরাবর রেজিস্টারীকৃত ডাকযোগে রায়ের বা সিদ্ধান্তের কপি প্রেরণের মাধ্যমে।

(৫) সালিসকারী সালিস সংক্রান্ত নির্বাহের জন্য বিরোধী বিষয়ের পক্ষগণকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যয় বা খরচের পরিমাণ রায় প্রদত্ত অর্থের (এওয়ার্ডেড এমাউন্ট) ২.৫ শতাংশের বেশী হইবে না।

১১৭। **সালিসের রায় বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**।—(১) কোন সমবায় সমিতির নিকট বা সমিতির পাওনা কোন আর্থিক বিষয়াদি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে সৃষ্ট বিরোধের সালিসে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত সালিসের রায় বা সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ারাধীন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক এইরূপে বাস্তবায়নযোগ্য হইবে যেভাবে উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী জারী বা বাস্তবায়ন হইয়া থাকে।

(২) কোন সমবায় সমিতির নিকট আর্থিক পাওনার বিষয়ে সৃষ্ট বিরোধের সালিসে সমিতির বিরুদ্ধে রায় প্রদত্ত হইলে, উহা সমিতির সম্পদ এবং সদস্যগণের নিকট পাওনা হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১১৮। **রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তিকরণ**।—(১) কোন সালিস প্রক্রিয়ার মূল রেকর্ড ও কাগজপত্র নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় ও স্থানে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সালিসের কোন পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র বা দলিলাদি সংশ্লিস্ট পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সালিসের আপীল নিষ্পত্তি অথবা আপীল দায়ের না হইলে আপীল দায়েরের সময় পর্যন্ত অপেক্ষার পর ফেরত প্রদান করা যাইতে পারে।

১১৯। **আপীল কর্তৃপক্ষ**।—(১) প্রাথমিক সমবায় সমিতির কোন বিরোধে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-নিবন্ধক (বিচার) এর নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কোন বিরোধে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক এর নিকট আপীল করিতে পারিবনে এবং এই ক্ষেত্রে বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক স্বয়ং আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) জাতীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতির কোন বিরোধে সালিসকারী হিসাবে অতিরিক্ত নিবন্ধক বা যুগ্ম-নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর এর নিকট এবং সালিসকারী হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) নিবন্ধন বাতিলসহ যে কোন নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ প্রদানের ১ (এক) মাসের আপীল করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

১২০। **আপীল নিষ্পত্তির পদ্ধতি** ।—(১) আইন বা বিধিমালার অধীন দাখিলকৃত আপীলসমূহ নিষ্পিত্তির ক্ষেত্রে সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি এই বিধিমালায় রহিয়াছে উক্ত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) যে কোন আপীল সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে।

১২১। **প্রত্যায়িত নকল (সার্টিফাইড কপি)** ।—সালিস বা আপীলের কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে সালিস বা আপীল মামলার কার্যধারাসহ রায়ের বা সিদ্ধান্তের প্রত্যায়িত নকল সরবরাহ করা যাইবে এবং সালিস বা আপীলের রায় ও মামলার কার্যধারাসমূহ নিবন্ধক অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করিবেন।

১২২। **প্রত্যায়িত নকলের ফি নির্ধারণ** ।—প্রতি ১০০(একশত) শব্দ বা উহার অংশবিশেষের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে প্রত্যায়িত নকলের ফি আদায় করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের অবসায়ন ও বিলুপ্তি

১২৩। **সমবায় সমিতি অবসায়নের আদেশ** ।—আইনের ধারা ৫৩ মোতাবেক কোন সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্ত করার আদেশ প্রদত্ত হইলে, নিবন্ধক—

(ক) আদেশটি প্রকাশ ও প্রচার করিবেন, যথা ঃ—

(অ) সমিতির দেনা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার বেশী হইলে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে; এবং

(আ) সমিতির দেনা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার নিম্নে হইলে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ;

(খ) রেজিস্টারীকৃত ডাকযোগ উক্ত অবসায়ন আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সমিতি এবং উক্ত সমিতি যে প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনাদার রহিয়াছে বা উক্ত সমিতিকে অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে (যদি থাকে) প্রেরণ করিবেন।

১২৪। অবসায়ক নিয়োগ বা তাহার অপসারণ।—সমবায় সমিতির অবসায়ক নিয়োগ বা তাহার অপসারণের বিষয়টি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সমিতির দেনা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা এবং তদুর্ধ্ব হইলে সরকারী গেজেটে বা জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে; এবং

(খ) সমিতির দেনা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার নিম্নে হইলে স্থাণীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।

১২৫। অবসায়কের পারিতোষিক।—অবসায়কের পরিতোষিক নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং অবসায়ককে সহায়তার জন্য নিয়োজিত কর্মচারী, অফিস ভাড়া বা আনুষাঙ্গিক ব্যয় প্রভৃতি খাতে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে অবসায়ক প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবেন।

১২৬। বিজ্ঞপ্তি প্রচার।—অবসায়ক সমবায় সমিতির রেকর্ডপত্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির পাওনাদারগণকে তাহাদের দাবী নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহার (অবসায়ক) নিকট দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিয়া ফরম-১৯ মোতাবেক নোটিশ প্রকাশ করিবেন এবং সমিতির হিসাব অনুযায়ী উহার দেনা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা উহার বেশী হইলে জাতীয় পত্রিকায় এবং উহার নিম্নে হইলে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন।

১২৭। অবসায়ক কর্তৃক রিপোর্ট ও রিটার্ণ দাখিল।—নিবন্ধকের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত ছকে অবসায়ক রিপোর্ট ও রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

১২৮। সদস্য ও পাওনাদারগণের সভা।—অবসায়ক বিবেচনা করিলে সমবায় সমিতির সদস্য বা পাওনাদার অথবা সদস্য এবং পাওনাদার উভয় পক্ষকে সভায় আহবান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সভার তারিখ, সময়, বা স্থান অবসায়ক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২৯। অবসায়ক কর্তৃক সমন, নোটিশ ইত্যাদি জারী।—(১) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দলিলাদি উপস্থানের উদ্দেশ্যে হাজির হইবার জন্য অবসায়ক সমন জারী করিতে পারিবেন।

(২) অবসায়ক স্বয়ং উক্ত সমন জারীর ব্যবস্থা করিতে পারেন অথবা উহা জারীর নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিমের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৩০। অবসায়ক কর্তৃক সাক্ষ্যের নোট সংরক্ষণ।—অবসায়ক যদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি গৃহীত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত নোট সংরক্ষণ করিবেন।

১৩১। সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায়।—সমঝোতার মাধ্যমে কোন সমবায় সমিতির পাওনা আদায় করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্টদের নিকট হইতে উহা আদায়ের উদ্দেশ্যে অবসায়ক Public Demand Recovery Act, 1913 Ben Act (VIII of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের কার্যক্রমে গ্রহণ করিবেন।

১৩২। অবসায়কের ব্যাংক হিসাব।—(১) সমবায় সমিতির অবসায়ক তাহার পদবীর নামে সমবায় ব্যাংক বা যে কোন তফসিলি ব্যাংককে একটি ব্যাংক হিসাব খুলিবেন।

(২) সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ, তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উক্ত ব্যাংক হিসাব হইতে কোন অর্থ পরিশোধ বা উত্তোলন অবসায়কের নিজ স্বাক্ষরে সম্পাদিত হইবে এবং উক্ত হিসাব এতদ্‌উদ্দেশ্যে তাহার দপ্তরে রক্ষিত হিসাব বহিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৩৩। সম্পদের বন্টন।—(১) কোন সমবায় সমিতির অপরিশোধিত নিরীক্ষা ব্যয়, অবসায়কের পারিতোষিকসহ এবং সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সমূদয় ব্যয় এবং অন্য সকল দাবী অপেক্ষা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) সমিতির অবসায়ন আদেশ জারীর তারিখে সমিতির দেনা পরিশোধের পর নিজস্ব মূলধনের কোন উদ্বৃত্ত অবসায়কের নিকট থাকিলে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে উহা নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক) সদস্যগণের নিকট হইতে তাহাদের নিজ দেনার অতিরিক্ত কোন অনুদান আদায় করা হইলে উহার সদস্যগণকে আনুপাতিক হারে ফেরত প্রদান;

(খ) আনুপাতিক হারে শেয়ার মূলধনের অর্থ ফেরত প্রদান;

(গ) আনুপাতিক হারে শেয়ারের লভ্যাংশ প্রদান (যদি থাকে); তবে উহা সমিতির অবসায়নের সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ বাৎরিক ৬.২৫% হারে প্রদানযোগ্য হইবে;

(ঘ) Charitable Endowments Act, 1890 এর Section 2 মোতাবেক কোন দাতব্য উদ্দেশ্যে অনুদান প্রদান; এবং

(ঙ) সমবায় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার।

(৩) অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতির স্থায়ী সম্পদে সরকারী শেয়ার, ঋণ ও গ্যারন্টি থাকিলে উক্ত সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩৪। অবসায়কের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং অবসায়ন প্রক্রিয়া বন্ধকরণ।—(১) কোন সমবায় সমিতির অবসায়নকার্য সমাপ্তির পর নিবন্ধকের নিকট অবসায়ক, অবসায়ন প্রক্রিয়ার (লিকুইডিশন প্রসিডিং) কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) অবসায়কের নিকট হইতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমিতির নিবন্ধন বাতিলের মাধ্যমে সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবেন।

(৩) আইনের ধারা ৫৮ মোতাবেক অবসায়কের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পূর্বে যে কোন সময় নিবন্ধক কারণ উল্লেখপূর্বক কোন সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম বন্ধ করিয়া সমিতির অস্তিত্ব বহাল রাখিতে পারেন।

১৩৫। অবসায়নের প্রক্রিয়াধীন সমিতির নিরীক্ষা এবং উহার ফি।—(১) এইরূপ যাহা অবসায়ক কর্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে অবসায়নের প্রক্রিয়াধীন সমিতির হিসাবসমূহ, নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পন্থায় প্রতি সমবায় বৎসরে অন্যূন এক বার নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ নিরীক্ষার জন্য নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত হারে নিরীক্ষা ফি সংশ্লিষ্ট সমিতির অবসায়ক কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

১৩৬। সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা।—(১) নিবন্ধক কর্তৃক সময় বৃদ্ধি করা না হইলে কোন সমবায় সমিতির অবসায়নের আদেশ জারীর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে উক্ত সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) অবসায়নের জন্য সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিবন্ধক একবারে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর এবং সর্বমোট ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং সমিতির অবসায়ন আদেশ জারীর ৬ (ছয়) বৎসর সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়ার শেষ না হইলে নিবন্ধক সমিতির নিবন্ধক বাতিল করিয়া অথবা উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সমিতিকে উহার কার্যক্রম চালাইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিয়া সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারেন।

১৩৭। অবসায়ক কর্তৃক সমিতির রেজিস্টার, ইত্যাদি নিস্পত্তিকরণ।—(১) সমিতির অবসায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন বা বন্ধ হইলে অবসায়কের নিকট সংরক্ষিত সমিতির সকল খাতাপত্র, রেজিস্টার, রেকর্ড, হিসাবপত্রসহ যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ এবং অবসায়ন প্রক্রিয়ায় অবসায়ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত বহিসমূহ, হিসাব এবং যাবতীয় কাগজপত্র নিবন্ধক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তির নিকট জমা দিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি ১ এর অধীন জমা দেওয়ার নির্দেশ জারীর ৩ (তিন) বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ সকল দলিলাদি সম্পর্কে অবসায়ক, নিবন্ধক বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

একাদশ অধ্যায়

জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক এবং জাতীয় সমবায় সমিতির জন্য বিশেষ বিধানাবলী

১৩৮। বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগের অনুরোধ।—আইনের ধারা ৬২ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা এই অধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা বা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যথাযতবাবে ক্ষমতা প্রদত্ত সমিতির অন্য কোন কর্মকর্তা লিখিতভাবে বন্ধকী কোন জমি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিবন্ধকের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৩৯। বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য।—(১) বিধি ১৩৮ মোতাবেক কোন অনুরোধপত্র প্রাপ্তির পর নিবন্ধক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কর্মকর্তা বা উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে আইনের একাদশ অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক সম্পত্তি বিক্রয় কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে আইনের ৬৩ ধারা অনুযায়ী বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) বিক্রয় কর্মকর্তার নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সমিতিকে নিবন্ধক লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) বিক্রয় কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালনে আইন, বিধিমালা এবং নিবন্ধকের নির্দেশনা মান্য করিয়া চলিবেন।

(৪) নিবন্ধক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সময় বৃদ্ধি করা না হইলে নিয়োগ প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তা বিক্রয় কার্যসম্পন্ন করিবেন এবং নিবন্ধকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি বা বিক্রয় কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে আবেদনপত্র প্রদর্শিত কারণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে নিবন্ধক বিবেচ্য সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

১৪০। বিক্রয় কর্মকর্তা পরিবর্তন।—নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন বিক্রয় কর্মকর্তার পক্ষে বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইবে না মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পূর্বের বিক্রয় কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করিয়া নিবন্ধক নতুন একজন বিক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন বিক্রয় কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য চার্জ আনা যাইবে।

১৪১। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি।—(১) কোন সমিতিতে বন্ধকী কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত আবেদনপত্র সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা এই অধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা বা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত বিষয়াদিসম্বলিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সম্পত্তিটি চিহ্নিত করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য এবং বন্ধকী দলিল বা বন্ড;

(খ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে আইনের ধারা ৬৪তে বর্ণিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের তালিকা;

(গ) আইনের ধারা ৬৪ মোতাবেক প্রদত্ত নোটিশ জারী সম্পর্কিত প্রতিবেদন;

(ঘ) সুদ, নোটিশ জারী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ সর্বমোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রেতার বিচার বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

(৩) উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর বিক্রয় কর্মকর্তা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে নোটিশ জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অন্যান্য খরচসহ সমুদয় পাওনা সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতিকে পরিশোধ করা না হইলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া রেজিস্ট্রারীকৃত ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৪) নোটিশ জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় অতিবাহিত হইলে বিক্রয় কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া বাংলা ভাষায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন এবং বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি যথাসম্ভব নির্ভুল, সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বিক্রয়তব্য সম্পত্তি;

(খ) যে পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রেতার বিচার বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন তথ্য।

(৫) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোন স্থানে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে এবং বিজ্ঞপ্তির একটি কপি সমিতি বা ব্যাংকের কার্যালয়ের দৃষ্টি গোচরযোগ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

(৬) নিলামে সর্বসাধারণ অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে।

(৭) পাওনাদার বা জমি বন্ধকী ব্যাংক অথবা সমবায় সমিতির স্বার্থে বিক্রয় কর্মকর্তা বিক্রয়তব্য সম্পত্তিকে একাধিক লটে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৮) উক্তরূপে একাধিক লটে বিভক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক লটের জন্য পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রয়োজন হইবে না।

(৯) বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকায় উক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে; তবে বিক্রয় কর্মকর্তার বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তির নিকটবর্তী জন-সমাগমের অন্য কোন স্থানে নিলাম বিক্রয় কার্য অনুষ্ঠিত হইলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে তিনি সেইরূপ জন-সমাগমপূর্ণ এলাকায় নিলাম বিক্রয়কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(১০) নোটিশ জারী এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয় নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতি পরিশোধ করিবে।

১৪২। **বিক্রয় বর্জন বা পরিত্যক্ত।**—(১) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে বন্ধকদাতা বা তাহার প্রতিনিধি অথবা উক্ত বন্ধকী সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি সুদ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়সহ সমুদয় পাওনা পরিশোধ করিলে, বিক্রয় কর্মকর্তা সম্পত্তিটি বিক্রয়ের আর কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবেন না।

(২) কোন সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়কালে বিক্রয় কর্মকর্তার বিবেচনায় ন্যায্য মূল্য পাওয়া না গেলে তিনি সম্পত্তির মালিক বা তাহার উপযুক্ত প্রতিনিধি অথবা সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত নিলামকার্য স্থগিত করিয়া পুণ:নিলামের জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য করিবেন এবং উক্তরূপ ধার্য তারিখে বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট সম্পত্তিটির মূল্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হইলে উহা বিক্রয় করিবেন।

(৩) বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট সম্পত্তিটির মূল্য অপর্যাপ্ত বিবেচিত হইলে তিনি নিলাম কার্য স্থগিত রাখিয়া আবারও পুন:নিলামের জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপর্যাপ্ত মূল্যের কারণে বিক্রয় কর্মকর্তা দুই বারের বেশী নিলাম বিক্রয় কার্য স্থগিত করিতে পারিবেন না।

১৪৩। **সম্পত্তি বিক্রয় কার্যে আনুষঙ্গিক ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি।**—কোন সম্পত্তি বিক্রয় কার্যে আনুষঙ্গিক ব্যয় নিরূপণ প্রক্রিয়া নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৪৪। **অর্থ প্রাপ্তির রশিদ, জমা প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) কোন সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে উহার ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করার সাথে সাথে উক্ত ক্রেতা তাহার ডাক মূল্যের ২৫% অর্থ বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি তাৎক্ষনিকভাবে আবার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপে বিক্রিত সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্য নিলামের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) বিক্রিত সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রয় কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির রশিদ ক্রেতাকে প্রদান করিবেন।

(৪) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্ত অর্থ সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন বা তাহার পূর্বে সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতির নিকট জমা প্রদান করিবেন।

১৪৫। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার ফলাফল।—(১) কোন সম্পত্তির বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করা না হইলে, পূর্বের জমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতির অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) খেলাপী ক্রেতার উক্ত সম্পত্তিতে এবং যেই অর্থের জন্য উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করা হইতেছে তাহাতে সকল দাবী বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে বিক্রিত সম্পত্তির মূল্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ না করিবার প্রেক্ষিতে কোন সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়কালে নূতনভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪৬। বিক্রয় বাতিলের আবেদন।—আইনের ধারা ৬৬(১) মোতাবেক কোন সম্পত্তি বিক্রয় আদেশ বাতিলের আবেদন করিতে হইলে উহা সম্পত্তি বিক্রয়ের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিক্রয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৪৭। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য ফেরৎ প্রদান।—(১) আইনের ধারা ৬৭ মোতাবেক নিবন্ধক কর্তৃক কোন বিক্রয় বাতিল করা হইলে তিনি ধারা ৬৬(১)(খ) অনুযায়ী জমাকৃত সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদানের জন্য বিক্রয় কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিয়া উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতি এবং সম্পত্তির পূর্ব ক্রেতাকে প্রেরণ করিবেন।

(২) উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির পর বিক্রয় কর্মকর্তা উক্ত অর্থ ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদান করিবেন এবং এতদবিষয়ে নিবন্ধককে অবহিত করিবেন এবং যদি তিনি উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সমিতি বা ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ নিবন্ধকের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতি বা জমি বন্ধকী ব্যাংকের প্রতি আনুষ্ঠানিক আদেশ জারী করিবেন এবং উহার অনুলিপি ক্রেতাকে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সমিতি বা ব্যাংক আইনের ধারা ৬৬(১)(খ) অনুযায়ী জমাকৃত অর্থ নিবন্ধকের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ ফেরৎ প্রদানের বিষয়টি নিবন্ধক এবং বিক্রয় কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

১৪৮। প্রতিবেদন দাখিল প্রণালী এবং পদ্ধতি।—আইনের ধারা ৬৭(১) মোতাবেক নিবন্ধকের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদন নিম্নোক্ত বিবরণ থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) বিক্রয় কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা ;

(খ) বিক্রয়ের তারিখ ;

(গ) বিক্রয়ের স্থান ;

(ঘ) বিক্রিত সম্পত্তির বর্ণনা ;

(ঙ) ক্রেতার নাম ও ঠিকানা ;

(চ) আদায়কৃত মূল্য ;

(ছ) ব্যাংক বা সমিতির সুদসহ মোট দাবীর পরিমাণ ;

(জ) বিক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ; এবং

(ঝ) আইনের ধারা ৬৬(১) মোতাবেক বিক্রয় বাতিলের কোন আবেদন করা হইলে বিস্তারিত বিবরণসহ উক্ত আবেদন।

১৪৯। ক্রেতাকে সার্টিফিকেট প্রদান এবং ক্রেতা কর্তৃক জমির মালিকের প্রতি নোটিশ জারী করণ।—(১) কোন জমি বিক্রয় চূড়ান্ত হইলে, নিবন্ধক ফরম-২০ মোতাবেক ক্রেতাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(২) কোন বন্ধকী জমির ক্রেতা ফরম-২১ মোতাবেক জমির মালিককে নোটিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নোটিশের কপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) নোটিশের সহিত প্রত্যেক জমির মালিকের প্রতি নোটিশ জারীর খরচ হিসাবে কোর্ট ফি আকারে ১০০ (একশত) টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উক্ত নোটিশ জমির মালিক বা তাহার স্বীকৃত প্রতিনিধির প্রতি জারী করিতে হইবে।

১৫০। আদালত কর্তৃক ক্রেতাকে দখল প্রদান।—(১) বিক্রিত কোন বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক দাতা বা তাহার কোন প্রতিনিধি অথবা বন্ধক প্রদানের পর বন্ধক গ্রহীতার নিকট হইতে স্বত্বমূলে প্রাপ্ত কাহারো দখলে থাকিলে এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে আইনের ধারা ৬৯ মোতাবেক সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইলে, উক্ত সম্পত্তির ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তাহাকে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্রেতা কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তিকে দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(২) বিক্রিত সম্পত্তিতে কোন ভাড়াটিয়া বা আইনানুগভাবে কেহ অবস্থান করিলে এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে আইনের ধারা ৬৯ মোতাবেক সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইলে, উক্ত সম্পত্তির ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত ভাড়াটিয়া বা আইনানুগভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিয়া তাহাকে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্রেতা কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তিকে দখল বুঝাইয়া দিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টিগোচরযোগ্য স্থানে সম্পত্তি বিক্রয় সার্টিফিকেটের কপি লটকাইয়া এবং সম্পত্তির স্বার্থ বন্ধক দাতার নিকট হইতে ক্রেতার অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে মর্মে অবস্থানকারীগণের অবগতির জন্য ঢোল-সহরতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এর আওতায় মামলাসমূহ পরিচালনাকালে Code of Civil Procedure, 1908 এর একবিংশ অধ্যায়ের article 97—103 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫১। সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা অন্য কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক ক্রয়কৃত সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি।—(১) ট্রাষ্টী কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশনা প্রদান করা না হইলে কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতি কোন সম্পত্তি ক্রয়ের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত তারিখে উহা উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিবে।

(২) বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রয় সম্পর্কে নিম্নোক্তভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে ;

(ক) সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণসহ স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ;

(খ) সম্পত্তিটি যেই এলাকায় অবস্থিত, সেই এলাকায় মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার ; এবং

(গ) সম্পত্তিটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার।

(৩) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির একটি কপি রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে জমির মালিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫২। রিসিভার নিয়োগ, অপসারণ, তাহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং পারিশ্রমিক।—(১) আইনের ধারা ৬২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের ধারা ৭৩ অনুযায়ী নিবন্ধক একজন রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন। একই ধারা মতে বন্ধকদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কোন রিসিভারকে অপসারণ করিতে এবং রিসিভারের শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বন্ধকী সম্পত্তি ইতোমধ্যে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একজন রিসিভারের দখলে থাকিলে সেইক্ষেত্রে নিবন্ধক কোন রিসিভার নিয়োগ করিবেন না।

(২) নিয়োগপ্রাপ্ত রিসিভার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণ, সম্পত্তি হইতে উৎপাদিত ফসল বা সম্পত্তি হইতে উৎসারিত আয় গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন এবং উক্তরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যাংক বা সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে রিসিভার এইরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাহকৃত ব্যয় এবং নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত তাহার পারিশ্রমিক গ্রহণের অধিকারী হইবেন এবং অবশিষ্ট অর্থ Transfer of Property Act, 1882 এর section 68 (A) (8) এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) রিসিভার সমবায় ব্যাংক বা যে কোন তফসীলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলিবেন।

(৪) প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ, উহা প্রাপ্তির সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের হিসাব রিসিভার কর্তৃক রক্ষিত হিসাবের বহিতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রতিমাসের শেষে সংশ্লিষ্ট জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমিতিকে উক্ত হিসাবে প্রেরণ করিয়া নিবন্ধকের নিকট একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।

১৫৩। ঋণের তুলনায় বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য অপর্যাপ্ত হইলে করণীয়।—ঋণের বিপরীতে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য অপর্যাপ্ত হইলে এবং আইনের ধারা ৭৫ এর বিধান মোতাবেক কোন সদস্য গৃহীত ঋনের জন্য জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট জামানত প্রদানে ব্যর্থ হইলে বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য সমিতি বা ব্যাংক, আইনের একাদশ অধ্যায় এবং বিধিমালার বিধান অনুসারে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে ববস্থা গ্রহণ করিবে।

১৫৪। আইনের ধারা ৬২ এবং ৭৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে করণীয়।—নিবন্ধক অথবা পরিদর্শন কার্যে এখতিয়ারসম্পন্ন কোন কর্মকর্তার প্রতিবেদন হইতে কোন সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক বা সমবায় সমিতির ট্রাষ্টীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন সমিতি বা ব্যাংক আইনের ধারা ৬২ বা ৭৫ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে বা কোন অবহেলা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যাংক বা সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাকে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে কেন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারী করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

দায়িত্বসমূহ বলবৎকরণ এবং বকেয়া অর্থ আদায়

১৫৫। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর সীমাবদ্ধতা।—আইনের অষ্টম অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা নিরীক্ষক বা সালীসকারী অথবা অবসায়ক পরিদর্শন বা তদন্তকালে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিত হইবার নিমিত্তে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মূখ্য মহানগর হাকিমের নিকট গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১৫৬। কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আবেদন।—(১) নিবন্ধকের নিকট কোন সম্পত্তি শর্ত সাপেক্ষে ক্রোক করিবার জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ, উহার সম্ভাব্য মূল্য এবং সমবায় সমিতির দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং

(খ) বন্ধকদাতা কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি অপসারণ বা হস্তান্তর প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ।

১৫৭। আইনের ধারা ৮১ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার।—আইনের ধারা ৮১ এর ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রয়োগ হইবে, যথা ঃ—

(ক) দাবীর পরিমাণ অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইলে উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক;

(খ) দাবীর পরিমাণ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইলে জেলা সমবায় অফিসার বা নিবন্ধক কর্তৃক।

১৫৮। মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া গৃহীত ঋণের জন্য শাস্তি প্রক্রিয়া।—(১) কোন সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা আইনের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে কোন সদস্য কর্তৃক মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া ঋণ গ্রহণের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হইলে বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে বিস্তারিত উলেখপূর্বক নিবন্ধককে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) সদস্য কর্তৃক মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া ঋণ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হইলে নিবন্ধক গৃহীত ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৫৯। তহবিল তছরূপ ইত্যাদির শাস্তি প্রক্রিয়া।—(১) আইনের ধারা ৮৩ মোতাবেক কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে নিবন্ধক অভিযোগ প্রাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তদন্ত করিবেন অথবা এক বা একাধিক কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত করাইবেন।

(২) প্রাপ্ত অভিযোগে সমিতির কোন কর্মচারীর সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা থাকিলে তাহার পদমর্যাদার নিম্নের কোন কর্মচারী কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করানো যাইবে না।

(৩) তদন্তকালীন সময়ে অভিযুক্তগণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে; তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিরত রহিয়াছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে তিনি বা তাহারা সমিতির নথিপত্র এবং অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(৪) তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল বা তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধক আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৫) প্রেষণে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে আইনের ধারা ৮৩ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে তদন্ত প্রতিবেদনসহ বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।

১৬০। নিবন্ধকের নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য দায়ী কর্মকর্তা।—(১) সমবায় সমিতির উপ-আইনের ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে অথবা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে অন্য কাহাকেও দায়িত্ব প্রদান করা না হইলে আইনের ধারা ৮৪ মোতাবেক নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা দায়ী হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নিবন্ধক তাহার কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য সময় ধার্য করিয়া দিতে পারিবেন এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে তাহার উক্তরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে তিনি আইনের ধারা ৮৪ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ

১৬১। বহি বা রেজিস্টারের প্রত্যায়িত নকল (সার্টিফাইড কপি)।—(১) সমিতির কোন বহি বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ কোন দফার প্রত্যায়িত নকল প্রদানকালে উহাতে এই মর্মে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যে, উহা সমিতির সাধারণকার্য পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধ দফার অবিকল নকল এবং উক্ত বহিটি প্রত্যায়িত নকল প্রদানের দিন পর্যন্ত সমিতির হেফাজতে রক্ষিত রহিয়াছে।

(২) প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এইরূপ প্রত্যায়িত নকল সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক এবং কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপ-আইনে এতদ্‌বিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১৬২। দলিলাদির প্রত্যায়িত নকল পাইবার শর্ত ও পদ্ধতি।—আইন বা বিধি বা উপ-আইনের বিধান মোতাবেক যেই সকল দলিলাদি কোন সাধারণ ব্যক্তি পরিদর্শনের অধিকারী, সেই সকল দলিলাদির প্রত্যায়িত নকল কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করা হইলে সমিতির উপ-আইনে বর্ণিত শর্তে সরবরাহ করিতে হইবে।

১৬৩। নিবন্ধকের কার্যালয়ে দাখিলকৃত সরকারী দলিলাদি (পাবলিক ডকুমেন্টস) পরিদর্শন ফি।—কোন আইনসিদ্ধ উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রতিবার পরিদর্শনের জন্য ১০০ (একশত) টাকা হারে ফি প্রদান করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত কোন সরকারী দলিলাদি (পাবলিক ডকুমেন্ট) বিশেষতঃ নিম্নোক্ত দলিলাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ;

(খ) কোন সমবায় সমিতির উপ-আইন এবং উহার সংশোধনীসমূহ;

(গ) কোন সমবায় সমিতির অবসায়নের আদেশ;

(ঘ) কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিলের আদেশ;

(ঙ) কোন সমবায় সমিতির বার্ষিক রিটার্নসমূহ; এবং

(চ) কোন সমবায় সমিতির রেজিস্টারসমূহ।

তবে শর্ত থাকে যে, Evidence act, 1872 এর section 123, 124, 129 এবং 131 অনুযায়ী বিশেষ অধিকার সম্বলিত দলিলাদি পরিদর্শনযোগ্য হইবে না।

১৬৪। ফি পরিশোধ।—সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান করা না হইলে, নিরীক্ষা ও নিবন্ধন ফি ব্যতীত এই আইন ও বিধিমালার অধীন অন্যান্য সমুদয় ফি কোর্ট ফি আকারে প্রদেয় হইবে।

১৬৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) The Co-operative Societies Rules, 1987 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Rules এর অধীনকৃত কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত ও গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ **"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"**

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ অগ্রাহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩২৪-আইন/২০২০।—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৮৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর দফা (ছ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (জ) এবং (ঝ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(জ) "আমানত সুরক্ষা তহবিল" অর্থ সমবায় সমিতিসমূহে আমানতকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত আমানতের সুরক্ষার জন্য নিবন্ধক ও সমিতির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত তহবিল;

(ঝ) "সমিতি" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২০) এ উল্লিখিত সমবায় সমিতি।";

(২) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (২৯) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩০), (৩১), (৩২), (৩৩), (৩৪) এবং (৩৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩০) "উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে সমবেত প্রচেষ্টায় বৈধ উপায়ে কোনো ভোগ্যপণ্য এবং সেবাপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(৩১) "ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে ক্ষুদ্র বা স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন;

(৩২) "পেশাজীবী সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ পেশাজীবী হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে স্ব স্ব পেশায় জীবিকা নির্বাহ করিয়া সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৩৩) "ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সদস্য হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(৩৪) "প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; এবং

(৩৫) "পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি", যাহার সদস্যগণ পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।";

(৩) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৭) নিবন্ধনের পূর্বে প্রত্যেক সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা সদস্যবৃন্দ আবশ্যিকভাবে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন।";

(৪) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত হইবে;

(৫) বিধি ১৩ বিলুপ্ত হইবে;

(৬) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-বিধি (৪) এর শর্তাংশের বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই বিধির অধীন—

(ক) সার্টিফিকেট অব পোস্টিং অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে, বা

(খ) রেজিস্টারে প্রাপ্তি স্বাক্ষর গ্রহণের মাধ্যমে, বা

(গ) ডিজিটাল পদ্ধতি বা ই-মেইলের মাধ্যমে, বা

(ঘ) স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে,

নোটিশ জারি করা যাইবে এবং উক্তরূপ যে কোন দুইটি পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও কোন সদস্য নোটিশ প্রাপ্ত না হইলে তাহার অনুপস্থিতির কারণে কোন সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।";

(৭) বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।";

(৮) বিধি ১৮ এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"আরও শর্ত থাকে যে, উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকের সুপারিশ বা মতামত প্রদানের সুযোগ থাকিবে।";

(৯) বিধি ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২১। **বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন**।— (১) সমিতির সদস্য সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, ভোটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সদস্যদের উপস্থিতিতে ১ (এক) সদস্য ১ (এক) ভোট নীতিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক ভোট গ্রহণযোগ্য হইবে না।";

(১০) বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত "দুই" শব্দটির পরিবর্তে "৩ (তিন)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১১) বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতির নির্বাচনে নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে—

(ক) প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা বা উপজেলা নির্বিশেষে নির্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে এবং ভোটার সংখ্যার, যতদূর সম্ভব, সমানুপাত বিবেচনাক্রমে সমগ্র দেশকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা যাইবে;

(খ) দফা (ক) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রয়োজনে, কোন প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা বা উপজেলার কোন অংশ সমন্বয়ে কোন নূতন বিভাগ, জেলা বা উপজেলা সৃজিত হইলে উক্ত নবসৃজিত বিভাগ, জেলা বা উপজেলার কোন এলাকাকে, ভোটার সংখ্যার, যতদূর সম্ভব, সমানুপাত বিবেচনাক্রমে, উপযুক্ত কোন নির্বাচনি এলাকার সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।";

(১২) বিধি ২৬ এর উপ-বিধি (১)—

(ক) এ উল্লিখিত "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যাগুলি, শব্দ ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যাগুলি, শব্দ ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রয়োজনে, মতামত ও সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবেন।";

(১৩) বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত "বিরোধ সৃষ্টি হইলে" শব্দগুলির পর "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিবন্ধকের নিকট বিধি মোতাবেক আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(১৪) বিধি ৪৪—

(ক) এ উল্লিখিত "বিদ্যমান সদস্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "মোট সদস্য" শব্দগুলি এবং "এক দ্বিতীয়াংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্ধাংশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং যে সকল সমবায় সমিতিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রহিয়াছে, সেই সকল সমিতির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।";

(১৫) বিধি ৪৬ এর উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সমবায় সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ বা গ্যারান্টি রহিয়াছে সেই সকল সমবায় সমিতির নিয়োগ কমিটি, চাকরি বিধি ও নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত নিয়োগ কমিটিতে সরকার ও নিবন্ধকের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।";

(১৬) বিধি ৬৪ এর উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(১৭) বিধি ৯০ বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd